জাদোয়ালের গুরুত্ব ও পদ্ধতি
বিষয়ে মাদানী পুষ্পগুচ্ছ

আকা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم এর জাদোয়াল

জাদোয়ালের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আমাদের জাদোয়াল কেমন হওয়া উচিত?

কয়েকজন বুযুর্গানে দ্বীনের পূণ্যময় জীবনের জাদোয়াল

মাদানী কাফেলার সংক্ষিপ্ত জাদোয়াল

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আকা ﷺ এর জাদোয়াল

দরূদ শরীফের ফযীলত:

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর নিঃসন্দেহে, আমার উপর তোমাদের দরূদ পাঠ করা তোমাদের গুনাহসমূহের জন্য ক্ষমা স্বরূপ।

(তারিখে মদীনা দামেশক, ৭৮১২, নাশিব, বিন উমর, ২০/৩৮১, হাদীস: ১২৬৬১)

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: সেই মুমিনের উপর অত্যন্ত আশ্চর্য লাগে যে দিন ও রাতের মুহূর্তগুলো থেকে একটি মুহূর্তও সে ঐ ইবাদতের (তথা দরূদ শরীফের) জন্য ব্যয় করে না, যা জ্যোতি ও বরকতের উৎস এবং সকল কল্যাণ ও সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচনকারী। (জযবুল কুলুব, পৃ: ২৩২)

আবাস গুনাহো কি শামত মে মারে পিরতে হে,
খোদা কি তুম পে হো রহমত আগার দরূদ পরহো।
হাজার দরদ কো ইয়ে এক দাওয়া কিফালত হে,
জু পেশ আয়ে যরা ভি খাতার দরূদ পরহো
খোদা ওহ দিন করে বেদিল কে তুম খাড়ে হো কর,
হুযুর রাওযায়ে খাইরুল বাশার দরূদ পরহো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর জাদোয়াল

পবিত্র ঘর মোবারকের জাদোয়াল:

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পূণ্যময় জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, আমি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুর্তাযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, দু'জাহানের বাদশাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর গৃহে যে সময় কাটাতেন, সেই সময়ে তিনি কী কী কাজ করতেন? তিনি উত্তরে বললেন, যখন তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঘরে প্রবেশ করতেন, তখন তাঁর অবস্থানের সময়কে তিনটি অংশে ভাগ করে নিতেন: এক অংশ আল্লাহ পাকের ইবাদতের জন্য, দ্বিতীয় অংশ নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য এবং তৃতীয় অংশ তাঁর পবিত্র সত্তার জন্য।

অতঃপর তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অংশকে নিজের এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ভাগ করে নিতেন:

- ☆ নিকটবর্তী সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان যাঁরা পবিত্র গৃহে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে উপস্থিত হতেন, তাঁদের মাধ্যমে তিনি সেইসব সাধারণ মানুষকে, যাঁরা গৃহে উপস্থিত হতে পারতেন না, ধর্মীয় বিধানাবলী পৌঁছে দিতেন এবং উপদেশ ও হেদায়েতের কোনো কথাই সাধারণ বা বিশেষ কারো থেকে গোপন রাখতেন না।
- ☆ উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট অংশে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পদ্ধতি এরূপ ছিল যে, গুণী[১] ব্যক্তিবর্গদের অগ্রাধিকার দিতেন, যাতে তাঁরা

১. এখানে গুণী ও মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গ বলতে তিন শ্রেণীর সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان উদ্দেশ্য হতে পারেন: (১) বংশীয় মর্যাদার দিক থেকে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ, (২) ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী ব্যক্তিগণ অথবা (৩) অধিক মুত্তাকী ও পরহেজগার।

www.dawateislami.net

খিদমতে উপস্থিত হয়ে অন্য লোকদের বেশি উপকার করতে পারেন এবং উম্মতের এই অংশকে দ্বীনি প্রয়োজন অনুসারে ভাগ করতেন।

☆ গুণী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কারো একটি ধর্মীয় মাসআলা জানার প্রয়োজন হলে, কারো দুটি এবং কারো অনেক মাসআলার প্রয়োজন হলে, তখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই প্রয়োজনগ্রস্ত সাহাবীগণের প্রতি মনোযোগ দিতেন এবং তাঁদেরকে সেই সকল বিষয়ই জিজ্ঞাসা করার সুযোগ দিতেন, যেগুলিতে উম্মতের কল্যাণ নিহিত ছিল; অতঃপর তাঁদের অবস্থা অনুযায়ী বিধানাবলী বর্ণনা করতেন।

☆ এরপরে তিনি মজলিসে উপস্থিত সাহাবীগণকে বলতেন যে, তোমাদের উচিত, উম্মতের অনুপস্থিত সদস্যদের কাছে এই বিধানগুলো পৌঁছে দেওয়া। আর যে সকল লোক (যেমন নারী, অসুস্থ, অনুপস্থিত ইত্যাদি) নিজেদের প্রয়োজন আমার কাছে পৌঁছাতে পারে না, তোমরা তাদের প্রয়োজনগুলো আমার সামনে পেশ করবে। কারণ, যে ব্যক্তি এমন কোনো লোকের প্রয়োজন বাদশাহ পর্যন্ত পৌঁছায়, যা সে নিজে পৌঁছাতে পারে না, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার কদম (পুলসিরাতের উপর) দৃঢ় রাখবেন।

☆ অনুরূপ জরুরি বিষয়াবলীই নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর খিদমতে পেশ করা হতো, যেগুলিতে কোনো না কোনো উপকার ছিল এবং এমন বিষয় শোনা হতো না, যাতে কোনো উপকার ছিল না।

☆ জ্ঞানপিপাসু ও সাহায্যপ্রার্থীগণ পবিত্র গৃহে পূণ্যময় সান্নিধ্যে উপস্থিত হতেন এবং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর কাছ থেকে জ্ঞান শিখে মানুষের পথপ্রদর্শক রূপে বেরিয়ে যেতেন।

www.dawateislami.net

পবিত্র ঘরের বাইরের জাদোয়াল:

হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন যে, অতঃপর আমি আমার শ্রদ্ধেয় পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর যে সময়টুকু ঘরের বাইরে কাটতো, সেই সময়ে তিনি কী কী করতেন? তিনি বললেন:

☆ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বেশিরভাগ সময় নীরব থাকতেন এবং উপকারী ও জরুরি প্রসঙ্গ ছাড়া কথা বলতেন না।

☆ তিনি মানুষকে (সুন্দর আচরণের দ্বারা) নিজের অনুসারী করে নিতেন এবং এমন কোনো কথা বলতেন না, যাতে তারা তাঁর প্রতি বিরূপ হয়।

☆ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করতেন এবং তাঁকেই তাদের সর্দার বানাতেন।

☆ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জনগণকে (সৎকর্মে) উৎসাহিত করতেন এবং (আল্লাহর আযাব সম্পর্কে) ভীতি প্রদর্শন করতেন, নিজেকে সেসব (অনভিপ্রেত) কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখতেন এবং সর্বদা উত্তম চরিত্র দ্বারা কাজ করতেন।

☆ তিনি তাঁর সাহাবীগণের খোঁজখবর নিতেন (যেমন, রোগীর সেবা, মুসাফিরের জন্য দোয়া এবং মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত কামনা করতেন)।

☆ নিজের বিশেষ লোকদের মাধ্যমে জনগণের অবস্থা জানতেন (যাতে অত্যাচারীর কাছ থেকে অত্যাচারিতের পক্ষে প্রতিকার করতে পারেন)।

☆ তিনি উত্তম কথার প্রশংসা করতেন এবং তার সমর্থন জানাতেন, আর মন্দ কথার অনিষ্টতা প্রকাশ করতেন এবং তা প্রত্যাখ্যান করতেন।

☆ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর অবস্থা সর্বদা ভারসাম্যপূর্ণ ছিল, তাতে কোনো অসামঞ্জস্য ছিল না।

☆ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতেন যে, যাতে লোকেরা উদাসীন বা সুন্নত থেকে বিচ্যুত না হয়ে যায়।

☆ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বাবস্থায় (সকল প্রকার ইবাদতের জন্য) প্রস্তুত থাকতেন, সত্য থেকে বিচ্যুত হতেন না, না সত্যের সীমা লঙ্ঘন করতেন।

☆ যারা (জ্ঞান লাভের জন্য) তাঁর খিদমতে উপস্থিত থাকত, তারা ছিল সর্বোত্তম মানুষ। তাঁর দৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি ছিল, যে সকল মুসলমানের কল্যাণকামী হতো এবং মর্যাদার দিক থেকে তাঁর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি ছিল, যে অভাবীদের দুঃখ-কষ্টে সমব্যথী হতো এবং (গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে) নিজের ভাইদের সাহায্য করত।

মজলিসের অবস্থা ও জাদোয়াল:

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُবলেন যে, এরপর আমি আমার শ্রদ্ধেয় পিতার কাছে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর মজলিসের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বললেন:

☆ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর মজলিস থেকে ওঠা এবং মজলিসে বসা কখনই আল্লাহ পাকের যিকির ব্যতীত হতো না।

☆ যখন তিনি কোনো মজলিসে উপস্থিত হতেন, তখন যেখানে খালি জায়গা পেতেন সেখানেই বসে যেতেন এবং অন্যদেরও এই নির্দেশ দিতেন।

www.dawateislami.net

☆ যারা তাঁর কাছে বসত, তাদের প্রত্যেককে তিনি (তার অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা ও বোঝানোর মাধ্যমে) উপকৃত করতেন।

☆ নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর প্রত্যেক সাহচর্য লাভকারী ব্যক্তি মনে করত যে, তাঁর দৃষ্টিতে আমার চেয়ে সম্মানিত কেউ নেই।

☆ যে ব্যক্তি নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর কাছে বসত বা কোনো প্রয়োজনের জন্য তাঁর সাথে কথা বলত, তিনি তার সাথে সেই অবস্থাতেই থাকতেন যতক্ষণ না সে নিজে ফিরে যেত।

☆ যে ব্যক্তি তাঁর কাছে কোনো প্রয়োজনের কথা বলত, তিনি তার প্রয়োজন পূরণ করতেন অথবা তার সাথে কোনো নরম কথা বলতেন (অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি দিতেন বা বলতেন যে, অমুকের কাছ থেকে আমাদের পক্ষ থেকে ঋণ নিয়ে নাও)।

☆ নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সদালাপ এবং উত্তম চরিত্র সকল মানুষের জন্য সাধারণ ছিল।

☆ নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (স্নেহের কারণে) সকলের পিতা হয়ে গিয়েছিলেন এবং তারা তাঁর দৃষ্টিতে অধিকারের ক্ষেত্রে সমান ছিল (অবস্থা ও যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেকের অধিকার পূরণ করা হতো)।

☆ তাঁর মজলিস ছিল সহনশীলতা, লজ্জা, বিশ্বস্ততা ও ধৈর্যের মজলিস, সেখানে উচ্চস্বরে কথা বলা হতো না এবং কারো সম্মানহানি করা হতো না, আর মন্দ কথার প্রচার হতো না।

☆ নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর মজলিসে সকলে সমান ছিল, হ্যাঁ, তাকওয়ার কারণে কিছু লোকের অন্য লোকদের উপর প্রাধান্য ছিল। তারা সকলে বিনয়ী ছিল, যারা পবিত্র মজলিসে বড়দের সম্মান করত,

www.dawateislami.net

ছোটদের প্রতি স্নেহ করত এবং অভাবগ্রস্তকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দিত এবং মুসাফির ও অপরিচিতের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

তোমার মতো কেউ হয়নি, হবেও না কখনো হে সম্রাট!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর মহিমাময় শানের প্রতি উৎসর্গিত প্রাণ! যাঁর সম্পর্কে পরম করুণাময় আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿۴﴾
(পারা ২৯, আল-কালাম: ৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং নিশ্চয় আপনার চরিত্র তো মহা মর্যাদারই।

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বিচার দিবসের সুপারিশকারী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর এই মহান চরিত্রকে এভাবেই শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন:

তেরে খুলক কো হক নে আযীম কাহা, তেরি খিলক কো হক নে জামিল কিয়া,
কোয়ি তুঝ সা হুয়া হে না হুগা শাহা, তেরে খালিকে হুসন ও আদা কি কসম!

(হাদায়েকে বখশিশ, পৃ. ৮০)

কঠিন শব্দের অর্থ: خِلْق: সৃষ্টি, (স্বভাব)। شها: বাদশাহ, সুলতান, আকা। حُسن و ادا: সৌন্দর্য ও কমনীয়তা এবং পবিত্র অভ্যাস।

শরহে কালামে রযা: হে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আল্লাহ পাক আপনার উত্তম চরিত্রকে অত্যন্ত মহান আখ্যায়িত করেছেন এবং আপনার صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-সৌভাগ্যপূর্ণ জন্মের পূর্ণতাও অত্যন্ত সুন্দরভাবে

www.dawateislami.net

সম্পন্ন করেছেন। হে আমার দয়ালু আকা! আপনার صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সৌন্দর্য ও পবিত্র অভ্যাস সৃষ্টিকারীর শপথ! আপনার মতো কেউ হয়নি এবং কখনো হবেও না।

হায়! যদি আমরাও কিছু পেতাম!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা এই দুনিয়াতে যত নিয়ামত দ্বারা ধন্য হয়েছি, সেগুলো সবই মোস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর দরবারের দান। যেমন বুখারী শরীফে মোস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী রয়েছে: নিঃসন্দেহে আমি বণ্টনকারী এবং আল্লাহ পাক দানকারী। (বুখারী, কিতাবুল ইলম পৃ. ৯২, হাদীস: ৭১) সুতরাং, আশেকে আলা হযরত, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه রিসালাতের দরবারে তাঁর মহান চরিত্র লাভের জন্য এভাবে আরজ করেন:

খুলকে আযীম সে মুঝে হিস্সা আতা করদো,
বে জা হাসি কি খাসলাতে বদ নিকাল দো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!

☆ হায়! যদি মহান চরিত্র থেকে আমাদের অংশ নসিব হতো এবং আমাদের অহেতুক হাসির অভ্যাস দূর হয়ে যেত, আর তার পরিবর্তে আল্লাহর ভয় ও মোস্তফার প্রেম এবং গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে কাঁদার মতো চোখ নসীব হতো!

☆ হায়! যদি মহান চরিত্র থেকে আমাদের অংশ নসিব হতো এবং আমরা অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলার পরিবর্তে বেশিরভাগ সময় কুরআন তিলাওয়াত, অধিক পরিমাণে দরূদ, এবং ওজিফা ও নেকীর দাওয়াতে ব্যস্ত থাকতাম!

www.dawateislami.net

☆ হায়! যদি মহান চরিত্র থেকে আমাদের অংশ নসিব হতো এবং আমরা নিজেদের খারাপ আচরণ দ্বারা মানুষকে দূরে সরানোর পরিবর্তে ভালো ভালো নিয়তের সাথে উত্তম চরিত্র পেশ করতাম এবং তাদের দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে যুক্ত করে মাদানী কাজে লাগাতাম এবং সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব অর্জন করতাম!

☆ হায়! যদি মহান চরিত্র থেকে আমাদের অংশ নসিব হতো এবং আমরা নিজেদের সাংগঠনিক নিগরান ও অধিনস্থ ইসলামী ভাইদের খোঁজখবর নিতাম, অসুস্থদের সেবা করতাম, মাদানী কাফেলায় সফরকারীদের উৎসাহিত করতাম, ফিরে আসার পর মন খুশি করতাম, প্রচুর সওয়াব অর্জনের জন্য মৃত ব্যক্তির জানাজা, দাফন, তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান, চল্লিশা ও মৃত্যুবার্ষিকীতে অংশগ্রহণের চেষ্টা করতাম।

☆ করতাম। হায়! যদি মহান চরিত্র থেকে আমাদের অংশ নসিব হতো এবং আমরা মাদানী কাজের ভালো কার্যবিবরণীর জন্য আমাদের ইসলামী ভাইদের উৎসাহিত করে মুসলমানের হৃদয়ে আনন্দ প্রবেশ করানোর সৌভাগ্য পেতাম। শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: একদিনের শিশুরও উৎসাহের প্রয়োজন হয় এবং ১০০ বছরের বৃদ্ধেরও হয়।

☆ হায়! যদি মহান চরিত্র থেকে আমাদের অংশ নসিব হতো এবং আমরা কখনো অলসতা, কখনো তৎপরতা, কখনো দরস দেয়া, কখনো অনুপস্থিত থাকা, কখনো ইজতেমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করা, কখনো মিস করা, কখনো মাদানী কাফেলায় সফর করা, আর কখনো এমনিতেই মাসগুলো কাটিয়ে দিতাম, যখন উদ্দীপনা আসে তখন প্রতিদিন মদীনার চিন্তা করা, নচেৎ নেক আমলের পুস্তিকা পর্যন্ত

www.dawateislami.net

পকেটে না থাকা, কখনো রোজার সমারোহ, কখনো গাফলতির আস্তানা, কখনো পেটের মদীনার তালার সংকল্প, আর কখনো তারপর পেটপুরে খাওয়া, হায়! যদি এই উত্থান-পতনের পরিবর্তে আমরা মাদানী কাজে ভারসাম্য পেতাম।

☆ হায়! যদি মহান চরিত্র থেকে আমাদের অংশ নসিব হতো এবং আমরা মাদানী মাশোয়ারা, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, এসএমএস, ই-মেইল, হোয়াটসঅ্যাপ, ফোন এবং চিঠি ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের ইসলামী ভাইদের গাফলতি ও অলসতা থেকে জাগ্রত করার চেষ্টা করতে থাকতাম।

☆ হায়! যদি মহান চরিত্র থেকে আমাদের অংশ নসিব হতো এবং আমরা ইজতেমা ও মাদানী মাশোয়ারা ইত্যাদিতে প্রসিদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষা না করতাম।

☆ হায়! যদি মহান চরিত্র থেকে আমাদের অংশ নসিব হতো এবং আমরা বিশেষ দল ও জুটি বাঁধার পরিবর্তে প্রত্যেক ইসলামী ভাইয়ের সাথে সমান আচরণ করতাম এবং এমনভাবে থাকতাম যে, আমরা সকলের প্রিয় হয়ে সুন্নাতের ব্যাপক প্রচারের খিদমত করে যেতাম।

☆ হায়! যদি মহান চরিত্র থেকে আমাদের অংশ নসিব হতো এবং আমরা ধৈর্য ও সহনশীলতা, লজ্জা ও বিনয়, সংযম ও সন্তুষ্টি, ধীরস্থির বাচনভঙ্গি এবং মুসলমানের প্রতি শ্রদ্ধার সৌভাগ্য পেতাম।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب　　　صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হাদীস শরীফ থেকে গৃহীত মাদানী ফুলঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে হাদীস শরীফ প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে আমাদের জন্য মাদানী প্রশিক্ষণের অসংখ্য সুগন্ধিময় মাদানী ফুলের মধ্যে একটি মাদানী ফুল এটাও যে, আমরা আমাদের কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য যেন সময় নির্ধারণ করে নিই, অর্থাৎ একটি বিশেষ জাদোয়াল তৈরি করে সেই অনুযায়ীই কাজ করি। যেমন আমাদের সরকার, দু'জাহানের মালিক ও মুখতার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর সময়কে ভাগ করে রেখেছিলেন এবং তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর দৈনন্দিন কার্যাবলী একটি বিশেষ জাদোয়ালের অধীনে সম্পন্ন করতেন।

জাদোয়াল কী?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জাদোয়াল হলো কুরআন ও সুন্নতের প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে বহুলভাবে ব্যবহৃত একটি বিশেষ পরিভাষা, যার অর্থ হলো প্রত্যেক ইসলামী ভাই ও বোন তাদের দৈনন্দিন কাজের পর্যালোচনা করে দিন-রাতের সময়কে এমনভাবে বিন্যস্ত করবে যাতে সে ভালোভাবে জানতে পারে যে, কোন কাজ কোন সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। এই শব্দটি নতুন নয়, না এই পরিভাষা নতুন, বরং এটি সকলেই জানে এবং এটি ইংরেজি ভাষার শব্দ 'শিডিউল' (Schedule)-এর অনুবাদ।

জাদোয়ালের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সৃষ্টিজগতের দিকে তাকালে সর্বত্রই আল্লাহ পাকের কুদরতের নিদর্শন দেখা যায় এবং প্রতিটি বস্তুই একটি বিশেষ নিয়ম

www.dawateislami.net

ও জাদোয়ালের (Schedule) অধীনে দৃষ্টিগোচর হয়। একারণেই এই সৃষ্টিজগতে প্রতিটি বস্তুর একটি বিশেষ নিয়ম ও জাদোয়ালের অধীনে থাকা যেভাবে আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ, সেভাবেই তা স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ পাকের সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাময় হওয়ারও একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। কারণ এই সৃষ্টিজগতে তিনিই জীবন ও মৃত্যুর মালিক। এখানে কেউই তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাঁচতে পারে না, মরতেও পারে না। তিনি তাঁর প্রজ্ঞা দ্বারা প্রতিটি বস্তুর একটি সুসংহত নিয়ম তৈরি করে রেখেছেন, যা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যতদিন তিনি চাইবেন ততদিন এভাবেই প্রতিষ্ঠিত ও অটুট থাকবে। কুরআনুল কারীমে বিভিন্ন স্থানে তিনি তাঁর এই প্রজ্ঞাপূর্ণ নিয়ম বর্ণনা করেছেন, যেমন ইরশাদ হচ্ছে:

لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ

(পারা ৮, আল-আন'আম: ৬৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ প্রত্যেক খবরের একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই আয়াতের অধীনে বলেনঃ আল্লাহ পাক যে খবরগুলো দিয়েছেন, সেগুলোর জন্য সময় নির্দিষ্ট, সেগুলোর সংঘটন ঠিক সেই সময়েই হবে। (খাযাইনুল ইরফান, পারা ৭, আন'আম, আয়াতঃ ৬৭ এর অধীনে, পৃ. ২৫৯) যেমন তিনি মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করেছেন, তাই সে সম্পর্কে এভাবে ইরশাদ করেছেন:

اَللّٰهُ یَتَوَفَّى الۡاَنۡفُسَ حِیۡنَ مَوۡتِهَا

(পারা ২৪, আয-যুমার: ৪২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ আল্লাহ প্রাণগুলোকে ওফাত প্রদান করেন তাদের মৃত্যুর সময়।

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন:

www.dawateislami.net

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ
(পারা ৪, আলে ইমরান: ১৪৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং কেউ আল্লাহর হুকুম ব্যতীত মৃত্যুবরণ করতে পারে না।

একইভাবে চাঁদ ও সূর্যের উদয়-অস্তের একটি বিশেষ জাদোয়াল তৈরি করা হয়েছে যে, হাজার বছর ধরে সেভাবেই কাজ করছে এবং اِنْ شَآءَ الله আল্লাহ পাক যতদিন চাইবেন, ততদিন এভাবেই তাদের নির্দিষ্ট সময়ে উদয়-অস্ত হতে থাকবে, যেমন ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ
(পারা ১৩, ইবরাহীম: ৩৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং তোমাদের জন্য সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগত করেছেন, যেগুলো একই নিয়মে চলছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক তাঁর এই সৃষ্টিজগতের সকল প্রকার নিয়মকে তাঁর প্রজ্ঞা দ্বারা চালাচ্ছেন এবং তিনি আমাদের মাথায় সৃষ্টির সেরা জীবের মুকুট পরিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, সুতরাং আমাদের উপর আবশ্যক যে, আমরা যেন তাঁর প্রদত্ত প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা কাজ করি এবং নিজেদের সকল প্রকার কাজ সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ নিয়ম-কানুন তৈরি করি, যাতে আমাদের প্রতিটি কাজ সঠিক ও সুশৃঙ্খল হয়, নতুবা মনে রাখবেন! অন্যান্য প্রাণী যেমন জীবজন্তুও তো আমাদের মতোই খায়-দায়, ঘুমায়-জাগে, ওঠে-বসে এবং চলাফেরা করে, তাদেরও আমাদের মতোই হাত-পা, নাক-কান এবং মন প্রাণ আছে, যদি আমাদের কাজে বিশৃঙ্খলা থাকে তবে আমাদের এবং অন্যান্য জীবজন্তুর মধ্যে কী পার্থক্য থাকবে? তাই আমাদের উচিত নিজেদের সময়ের

www.dawateislami.net

জাদোয়াল তৈরি করা এবং তারপর যথাসম্ভব তার উপর অবিচল থাকা। যেমন প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সৃষ্টির সেরা, রবের প্রিয় صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের প্রতিটি কাজ বিশেষ জাদোয়াল অনুযায়ী সম্পন্ন করতেন এবং ইবাদত-সাধনা হোক বা ঘরের কাজ, প্রতিটি কাজকে উপযুক্ত সময় দান করতেন।

জাদোয়ালের উপকারিতা:

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর শিক্ষামূলক বাণী: বান্দার অহেতুক কাজে লিপ্ত থাকা এই কথার লক্ষণ যে, আল্লাহ পাক তার থেকে নিজের কৃপাদৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছেন এবং যে উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যদি তার জীবনের একটি মুহূর্তও তা ছাড়া অন্য কিছুতে ব্যয় হয়, তবে সে এই কথার যোগ্য যে, তার উপর আক্ষেপের সময় দীর্ঘায়িত করে দেওয়া হোক। আর যার বয়স ৪০ বছরের বেশি হয়ে যায় (মাজমুআয়ে রাসায়েল ইমাম গাজ্জালী, আইয়ুহাল ওয়ালাদ, পৃ. ২৭৫) এবং তারপরেও তার মন্দ কাজের উপর তার ভালো কাজগুলো প্রাধান্য না পায়, তবে তার জাহান্নামের আগুনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

(আল-ফিরদাউস বিমা'সুরিল খিতাব, বাবুল মীম, ৩/৪৯৮, হাদীস: ৫৫৪৪)

নারে দোযখ সে মুঝ কো আমা দে, মাগফিরাত করকে বাগে জিনা দে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মৃত্যু আমাদের এই দুনিয়া থেকে বিদায়ের বার্তা ধরিয়ে দেওয়ার আগেই আমাদের উচিত দ্রুত নিজেদের সময়কে নেক কাজ করা এবং গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য ব্যয় করতে শুরু করা। কারণ

www.dawateislami.net

কিয়ামতের দিন আমাদের কাছ থেকে আমাদের সময়, আমল, উপায়-উপকরণ ও লেনদেনের হিসাব নেওয়া হবে। যেমন মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: মানুষ কিয়ামতের দিন নিজের রবের দরবার থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত এক কদমও সরাতে পারবে না, যতক্ষণ না পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেবে: (১) তুমি জীবন কীভাবে কাটিয়েছো? (২) যৌবন কীভাবে অতিবাহিত করেছো? (৩) সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছো? (৪) এবং কোথায় কোথায় খরচ করেছো? (৫) নিজের জ্ঞান অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছো?

(তিরমিযী, আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ...ইত্যাদি, বাব ফিল কিয়ামাহ, পৃ. ৫৭৪, হাদীস: ২৪১৬)

তু বে হিসাব বখশ কে হে বে শুমার জুরম,
দেতা হো ওয়াস্তা তুঝে শাহে হিজায কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা আখেরাতে সাফল্য চাই, তবে আমাদের জন্য অপরিহার্য যে, আমরা যেন নিজেদের সময়কে একটি বিশেষ জাদোয়াল অনুযায়ী ভাগ করে সেই অনুযায়ী জীবনযাপন করি। কারণ জাদোয়াল অনুযায়ী জীবনযাপনের সবচেয়ে বড় উপকারিতা হলো, আমাদের সমস্ত মনোযোগ সেই কাজটি সম্পন্ন করার দিকে নিবদ্ধ থাকবে যে, যার জাদোয়াল অনুযায়ী সময় নির্ধারিত থাকবে এবং এভাবে দৈনন্দিন কাজগুলো নিজ নিজ সময়ে সম্পন্ন হওয়ার ফলে আমাদের অলসতা দূর হবে, চঞ্চলতা সৃষ্টি হবে, কাজে একাগ্রতা ও মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে, প্রতিটি কাজ তার সময়ে শেষ করা এবং নিজের লক্ষ্য অর্জন করার মাধ্যমে সামাজিক ও আর্থিক সুবিধাও অর্জিত হবে।

www.dawateislami.net

আমাদের জাদোয়াল কেমন হওয়া উচিত?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জাদোয়ালের প্রতি অবিচল না থাকলে যেখানে অনেক সময় নষ্ট হয়, সেখানেই প্রায়শই কাজে একনিষ্ঠতাও অর্জিত হয় না, কারণ একটি কাজ করার সময় মন অন্য কাজে লেগে থাকে। এভাবে কোনো কাজই সময়মতো হয় না। একইভাবে কাজের আধিক্যের কারণে প্রায়শই গুরুত্বপূর্ণ কাজ ভুলে যাওয়ারও আশঙ্কা থাকে। তাই আমাদের উচিত নিজেদের সময়ের একটি বিশেষ জাদোয়াল তৈরি করে নেওয়া, যাতে আমরা প্রতিটি কাজ সময়মতো এবং দৃঢ়তার সাথে সম্পন্ন করতে পারি। সুতরাং আল্লাহ পাকের প্রিয়, অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদর্শ অনুসরণ করে আমাদের নিজেদের জাদোয়াল এমনভাবে তৈরি করা উচিত যাতে তাতে কিছু সময় ফরজ ইবাদত ছাড়াও নফল ইবাদত ও রিয়াজতের জন্য নির্দিষ্ট থাকে, কিছু সময় পরিবারের সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে, কিছু সময় দ্বীনি জ্ঞান শেখা ও শেখানোর জন্য ব্যয় হয়, খাওয়া-দাওয়া এবং ঘুমানো-জাগার সময়ও নির্দিষ্ট থাকে। আসুন, একটু সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করি যে আমাদের দৈনন্দিন জাদোয়াল কেমন হওয়া উচিত?

ইবাদত ও সাধনার জাদোয়াল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবীগণের সরদার, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইবাদতের এই অবস্থা ছিল যে, অধিক কিয়ামের (দাঁড়িয়ে থাকার) কারণে পবিত্র পায়ে ফোলাভাব দেখা দিত। আরজ করা হতো: আপনি এই কষ্ট ও ত্যাগ কেন স্বীকার করেন? ইরশাদ করতেন: আমি কি রবের শুকরগুজার বান্দা হবো না? (তিরমিযী, আবওয়াবুস্ সাহু, বাব মা জা'আ ফিল ইজতিহাদ ফিস্ সালাত,

www.dawateislami.net

পৃ. ১২৫, হাদীস: ৪১২ সংক্ষেপিত) উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا বলেন যে, একবার মদীনার সরদার, صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সারা রাত নামাযে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং কুরআনের একটি আয়াতই বারবার পড়তে থাকলেন। (শামায়েলে মুহাম্মাদিয়া, ৪০-বাব মা জা'আ ফী ইবাদাতি রাসূলিল্লাহ, পৃ. ৪৬১, হাদীস: ২৭৬) হযরত সায়্যিদুনা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন যে, সেই পবিত্র আয়াতটি ছিল:

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(পারা ৭, আল-মায়িদাহ: ১১৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারা আপনারই বান্দা এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তবে নিঃসন্দেহে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(শরহুশ শিফা, আল-বাবুস সানী ফী তাকমীলিল্লাহ...ইত্যাদি, ফসল: ওয়া আম্মা খাওফুহা...ইত্যাদি, ১/৩২৪)

সুয়া কিয়ে নাবিকার বান্দে রোয়া কিয়ে যার যার আকা

কঠিন শব্দের অর্থ: نابکار (অকর্মণ্য): নালায়েক, অযোগ্য। زار زار (আকুল হয়ে): খুব বেশি কাঁদা।

কালামে রযার ব্যাখ্যা: নালায়েক ও অকর্মণ্য বান্দারা সারা রাত গাফলতিতে ঘুমিয়ে থাকে, কিন্তু আমাদের প্রিয় আকা, দু'জাহানের দাতা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এতই দয়ালু যে, উম্মতের ক্ষমার জন্য কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে থাকেন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মদীনার সরদার, صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন কোনো নেক কাজ করতেন, তখন তা নিয়মিতভাবে করতেন। সুতরাং,

www.dawateislami.net

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো: আল্লাহ পাকের প্রিয় আমল কোনটি? তখন রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সেই আমল যা অল্প হলেও নিয়মিত করা হয়। (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাবুল কাসদি ওয়াল মুদাওয়ামাতি আলাল আমাল, পৃ. ১৫৮৯, হাদীসঃ ৬৪৬৫) এটা তো সাধারণ দিনগুলোতে আমাদের আকা, মহান প্রিয় صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইবাদতের অবস্থা ছিল, কিন্তু বিশেষ মুহূর্তে ইবাদতের ধরনই আলাদা হতো, যেমন যখন রমযান শরীফ আসত তখন রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামাযের আধিক্য করতেন এবং খুব কাকুতি-মিনতি ও বিনয়ের সাথে দোয়া করতেন। (শুআবুল ঈমান, ২৩-বাব ফিস সিয়াম, ফাযায়েলে শাহরি রমাদান, ৩/৩১০, হাদীসঃ ৩৬২৫) শুধু তাই নয়, বরং একটি বর্ণনায় আছে যে, রমযানুল মোবারকের আগমনে ইবাদতের জন্য এমনভাবে কোমর বেঁধে নিতেন যে, পুরো মাস নুরানী বিছানায় তাশরীফই আনতেন না। (শুআবুল ঈমান, ২৩-বাব ফিস সিয়াম, ফাযায়েলে শাহরি রমাদান, ৩/৩১০, হাদীসঃ ৩৬২৪) হযরত সায়্যিদুনা জিবরীল আমীন عَلَيۡهِ السَّلَام রমযানুল মোবারকের প্রতি রাতে খিদমতে উপস্থিত হতেন এবং রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর সাথে কুরআনুল আযীমের পাঠচক্র করতেন। (কুরআনের পাঠচক্র বলতে বোঝায় একজন পড়বে অন্যজন শুনবে, তারপর সে পড়বে আর ইনি শুনবেন)। (মিরআতুল মানাজীহ, আহলে বাইতের ফাযায়েল, প্রথম ৪৫৪/৮। বুখারী, কিতাবু বাদইল ওয়াহী, ৫/০০০-বাব, পৃ. ৬৭, হাদীসঃ ৬ (সংক্ষেপিত))

সুতরাং আমাদেরও সর্বদা, বিশেষ করে রমযানুল মোবারক ইত্যাদির মুহূর্তে ইবাদতের জন্য কোমর বেঁধে থাকা উচিত।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইবাদত ও রিয়াজতে অবিচলতা লাভের সবচেয়ে সহজ উপায় হলো প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে শায়খে

www.dawateislami.net

তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ’র প্রদত্ত নেক আমলের উপর আমল করার অভ্যাস তৈরি করা। এভাবে যেখানে আমাদের গুনাহ থেকে বাঁচার মানসিকতা তৈরি হবে, সেখানেই আমাদের অজিফা, অধিক পরিমাণে দরূদ, ইশরাক ও চাশত, আওয়াবীন, তাহাজ্জুদ, সালাতুত তাওবা, তাহিয়্যাতুল অযু, তাহিয়্যাতুল মসজিদ, তিন আয়াত কানযুল ঈমানের অনুবাদের সাথে, তাফসীর খাযাইনুল ইরফান বা নূরুল ইরফান বা সিরাতুল জিনানের সাথে তিলাওয়াতের সৌভাগ্যও নসীব হবে এবং এর বাইরেও অসংখ্য ফায়দা ও বরকত হাসিল হবে।

আমল কা হো জায্‌বা আতা ইয়া ইলাহী
গুনাহোঁ সে মুঝকো বাঁচা ইয়া ইলাহী
ম্যায়ঁ পড়তা রহুঁ সুন্নতেঁ, ওয়াক্ত্‌ হি পার
হোঁ সারে নওয়াফিল আদা ইয়া ইলাহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফাতাওয়ায়ে রেজভিয়ার ২১তম খণ্ডের ৫৩৮ পৃষ্ঠায় হযরত সায়্যিদুনা জুনায়েদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: আমি যদি হাজার বছরও বাঁচি, তবে ফরজ ও ওয়াজিব তো অনেক বড় বিষয়, যে নফল ও মুস্তাহাবগুলো নির্ধারণ করে নিয়েছি, শরয়ী ওজর ছাড়া সেগুলোর কিছুই কম করব না। উৎসর্গিত হই! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه-এর প্রতি, যিনি তাঁর অসীম লেখনী ও সাংগঠনিক ব্যস্ততা সত্ত্বেও অজিফা, সালাতুল ইশরাক ও চাশত ইত্যাদি ত্যাগ করেন না। তিনি প্রতিদিন মাগরিবের

www.dawateislami.net

ফরজ ও সুন্নতগুলো আদায় করে আওয়াবীনের নফলে অথবা এমনিতেই সূরা ইয়াসীন ও সূরা মুলকের তিলাওয়াত নিয়মিতভাবে করেন। হায়! আমাদেরও যদি প্রতিদিন এই সূরাগুলো তিলাওয়াতের উপর অবিচলতা নসীব হতো! اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ঘরের কাজকর্মের জাদোয়াল:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঘরের কাজকর্ম করা সুন্নত, যেমনটি শিফা শরীফে আছে যে, আমাদের সরদার, দু'জাহানের মালিক ও মুখতার صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের ঘরে পরিবারের সদস্যদের কাজে সাহায্য করতেন, নিজের কাপড় পরিষ্কার করতেন, বকরীর দুধ দোহন করতেন, কাপড়ে তালি লাগাতেন, জুতা মেরামত করতেন, নিজের কাজ নিজে করতেন, (কখনো কখনো) ঘরের পরিচ্ছন্নতার কাজও করতেন, উট বাঁধার পাশাপাশি তার খাবারের ব্যবস্থাও করতেন, আটাও (মাঝে মাঝে) মথে দিতেন এবং বাজার থেকে জিনিসপত্রও নিজে নিয়ে আসতেন।

(কিতাবুশ শিফা, আল-বাবুস সানী, ফসল ফী তাওয়াজুয়িহি, আল-জুযউল আওয়াল, পৃ. ১০৭)

তেরী সাদগী পে লাখোঁ তেরী আজ্যী পে লাখোঁ
হো সালাম আজ্যানা মাদানী মাদীনে ওয়ালে
তেরা খুলক্ সব্ব সে বালা তেরা হুস্ন্ সব্ব সে আ'লা
ফীদা তুঝ পে সব্ব যমানা মাদানী মাদীনে ওয়ালে
ইয়ে করম্ বড়া করম্ হ্যায় তেরে হাথ মেঁ ভরম্ হ্যায়
সারে হাশ্‌র বখ্‌শওয়ানা মাদানী মাদীনে ওয়ালে

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب   صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সুতরাং আমাদের সাংগঠনিক ও ব্যবসায়িক ব্যস্ততার পাশাপাশি ঘরের কাজগুলোও দৈনন্দিন জাদোয়ালে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত এবং মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততির জন্যও সময় বের করা উচিত। আর আমাদের ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরির জন্য শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه -'র প্রদত্ত ১৯টি মাদানী ফুল অনুযায়ী আমল করা উচিত। এই ১৯টি মাদানী ফুল নেক আমলের রিসালায় বিদ্যমান। নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের পাশাপাশি আমাদের নিজেদের পরিবারের সদস্যদের সংশোধনের চেষ্টাও করতে থাকা উচিত। সুতরাং, পারা ২৮, সূরা আত-তাহরীম, আয়াত নম্বর ৬-এ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓىٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿۶﴾

(পারা ২৮, সূরা আত-তাহরীম, আয়াত ৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর যার উপর কঠোর নির্মম ফিরিশতাগণ নিয়োজিত রয়েছেন যারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না এবং যা তাদের প্রতি আদেশ হয়, তাই করে।

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরামের সামনে এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, তখন তারা আরজ করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা নিজেদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে কীভাবে বাঁচাতে পারি? ইরশাদ করলেন: তোমরা নিজেদের পরিবার-পরিজনকে সেইসব কাজের হুকুম দাও যা আল্লাহ পাক পছন্দ করেন এবং সেইসব কাজ থেকে বিরত রাখো যা আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন।

(দুররে মানসুর, পারা ২৮, আত-তাহরীম, আয়াতঃ ৬ এর অধীনে, ৬/২২৫)

www.dawateislami.net

এক ইসলামী ভাইয়ের ঘটনা:

যেসব ইসলামী ভাই ঘরের কাজকর্ম করেন, জিনিসপত্র কিনে আনেন, বৃদ্ধ মা-বাবার সেবা করেন, প্রয়োজনে তাদের ওষুধপত্র এনে দেন, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততির খেয়াল রাখেন, তাদের সময় দেন, তাদের নেকীর দাওয়াত ঘরেও কার্যকরী হয়, নতুবা পরিবারের সদস্যরা মাদানী কাজে প্রতিবন্ধক হতে পারে।

একজন দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগের বর্ণনা: এক ইসলামী ভাই আমার কাছে এলেন, যখন তাকে মাদানী কাফেলা ইত্যাদিতে সফরের দাওয়াত দেওয়া হলো, তখন তিনি বলতে লাগলেন: আমি ঘর থেকে অনুমতি পাই না, আমার বড় ভাই আমাকে মাদানী কাফেলায় যেতে দেন না, না ইজতেমায়। সেই দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ যেহেতু অভিজ্ঞ ছিলেন, তৎক্ষণাৎ বললেন: আমি আপনাকে বলছি যে পরিবারের সদস্যরা আপনাকে মাদানী কাফেলা এবং সাপ্তাহিক ইজতেমার অনুমতি কেন দেয় না। আপনি ঘরের কাজ করেন না, বড়দের কথা শোনেন না। সেই ইসলামী ভাই তৎক্ষণাৎ স্বীকার করলেন, হ্যাঁ, সত্যিই তাই।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা নিজেদের ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরি করতে চাই, তবে পরিবারের সদস্যদের বৈধ কথা মেনে চলব, ঘরের কাজকর্ম করব, সময়মতো ঘরে পৌঁছব, নিজেদের আচরণ ঘরেও সুন্দর রাখব, اِنْ شَآءَ الله আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আপনাদের ঘরেও মাদানী পরিবেশ তৈরি হতে থাকবে।

www.dawateislami.net

বাহার আয়ে মহল্লে মেঁ মেরে ভী ইয়া রাসূলাল্লাহ,
ইধার ভী তো ঝড়ি বরসে কোয়ী রহমত কে বাদল সে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দ্বীনি জ্ঞান শেখা ও শেখানোর জাদোয়াল:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের জাদোয়ালে দ্বীনি জ্ঞান শেখা ও শেখানোও অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। দ্বীনি কিতাব অধ্যয়ন এর জন্য অত্যন্ত উপকারী। উপকারী কিতাব অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা বয়ান, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, মাদানী পরামর্শ ইত্যাদিতে ভালোভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারব। শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বিশেষ করে তিনটি কিতাব অধ্যয়ন করতে থাকার কথা বলেন: (১) বাহারে-শরীয়ত (২) এহইয়াউল উলূম (৩) ফাতাওয়া রেজভিয়া।

দাওয়াতে ইসলামীতে এমন ইসলামী ভাইদের একটি দল আছে যারা কানযুল ঈমানের সাথে তাফসীর খাযাইনুল ইরফান/ নূরুল ইরফান এবং ফাতাওয়া রেজভিয়া সম্পূর্ণ পড়েছেন। ফয়যানে সুন্নত তো আমাদের বারবার পড়া উচিত, বিশেষ করে গীবতের ধ্বংসলীলা এবং নেকীর দাওয়াতের অধ্যয়ন তো অব্যাহত থাকা উচিত। اَلْحَمْدُ لِله! এর থেকে শত শত বয়ান তৈরি করা যেতে পারে। হায়! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه -র কিতাব ও রিসালা অধ্যয়নের সৌভাগ্য যদি আমাদের নসীব হতো! কুফরী কথাবার্তা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর, নামাযের আহকাম, পর্দা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর, চাঁদা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর এইগুলোর অধ্যয়ন যদি নসীব হতো مَاشَآءَالله! যাদের আগ্রহ নসীব হয়েছে, তারা প্রতিদিন একটি রিসালাও পড়ে নেয়। আযান হওয়ার সাথে সাথেই নামাযের

www.dawateislami.net

প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়া সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাইদের সুন্নত ক্বলিয়া আদায় করার পরও রিসালা পড়তে দেখা গেছে। আল্লাহ পাক আমাদেরও আগ্রহ দান করুক। اٰمِين بِجاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দাওয়াতে ইসলামীর ১০৩টি বিভাগের মধ্যে মাদানী উলামাদের সমন্বয়ে গঠিত বিভাগ 'আল-মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ' কর্তৃক প্রকাশিত কিতাবগুলোও আমাদের অধ্যয়নের অধীনে থাকা উচিত। যেমন, তাফসীর সিরাতুল জিনান, জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার আমল, জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আমল (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)। এগুলোতে অসংখ্য বয়ান রয়েছে। একইভাবে 'বাতিনী অসুস্থতার তথ্য, হেকায়েত ও নসীহত', হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ-এর ৪২৫টি হেকায়েত, ১৫২টি রহমতপূর্ণ হেকায়েত, সহজ নেকী, দরূদ ও সালামের তোড়া, সীরাতে মোস্তফা, সীরাতে রাসূলে আরবী, নেক হওয়ার ও বানানোর পদ্ধতি, জান্নাত প্রত্যাশীদের জন্য মাদানী তোড়া, খোদাভীতি, তাওবার বর্ণনা ও হেকায়েত ইত্যাদি কিতাবগুলোও আমাদের অধ্যয়ন করতে থাকা উচিত। দাওয়াতে ইসলামীর রিসালা অধ্যয়ন করাও সাংগঠনিক দায়িত্বশীলদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এই কিতাবে সাংগঠনিক মাদানী প্রশিক্ষণের রিসালা রয়েছে, যেমন দায়িত্ববোধ, মাদানী কাজের বণ্টন, মাদানী কাজের বণ্টনের চাহিদা, ওয়াকফে মদীনা, মাদানী পরামর্শের গুরুত্ব এবং দাওয়াতে ইসলামীর পরিচিতি।

সদা সুন্নাতেঁ আম করতা রহুঁ ম্যাঁয়
ইসি হাল মেঁ মওত সরকার আয়ে

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

খাওয়া ও ঘুমানোর জাদোয়াল:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিরাপত্তার তিনটি মূলনীতি হলো: (১) কম খাওয়া (২) কম বলা (৩) কম ঘুমানো। যদি এগুলোর উপর আমল করা অর্থাৎ কম খাওয়া, কম বলা এবং কম ঘুমানো নসীব হয়, তবে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার জন্য আমাদের প্রচুর সময় মিলে যাবে। যেমন, পেটের মদীনার তালা (সংযম) নসীব হয়ে গেলে কম বলা এবং কম ঘুমানো সহজ হয়ে যাবে। اِنۡ شَآءَ الله শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ 'পেটের কুফলে মদীনা' নামে কিতাব লিখেছেন, তাই এমন কুফলে মদীনা লাগিয়েছেন যে, তার ওজন প্রায় সাড়ে বাইশ কেজি (২২.৫ কেজি) কমে গেছে।

খুদায়া ম্যায়ঁ উমদাহ গিজায়েঁ না খাউঁ
গমে মুস্তফা মেঁ বস্ আঁসু বাহাউঁ

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ঘুম কতক্ষণ এবং কখন ঘুমানো উচিত?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জাদোয়ালে ঘুমের বিষয়টি যতটুকু সম্পর্কিত, আমাদের নেক আমলের উপর আমল করে রাতের এশার পর ২ ঘন্টার মধ্যে ঘুমিয়ে যাওয়া উচিত। নিঃসন্দেহে রাতের আরাম দিনের তুলনায় বেশি স্বাস্থ্যকর এবং প্রকৃতিরও এটাই দাবি। সুতরাং পারা ২০, সূরা আল-কাসাসের ৭৩ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

(পারা ২০, সূরা আল-কাসাসের, আয়াত ৭৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং তিনি নিজ করুণায় তোমাদের জন্য রাত ও দিন সৃষ্টি করেছেন যেন রাতে আরাম করো এবং দিনে তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করো এবং এজন্য যে, তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

রাতের আরাম দিনের তুলনায় উত্তম, যাই হোক, দিন ও রাতে কমপক্ষে ছয় থেকে আট ঘণ্টা ঘুমানো উচিত যাতে ভালোভাবে দ্বীন ও দুনিয়ার কাজ করা যায়। ঘুমের উপর নিয়ন্ত্রণ (Control) দ্বারা اِنْ شَآءَ الله তাহাজ্জুদ এবং সাদায়ে মদীনা ছাড়াও জামাআতের সাথে ফজরের নামাযের সৌভাগ্যও নসীব হবে।

কয়েকজন বুযুর্গানে দ্বীনের পূণ্যময় জীবনের জাদোয়ালঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! দেখি আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام কীভাবে তাঁদের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পন্ন করার জন্য জাদোয়াল তৈরি করে রেখেছিলেন?

ইমামে আযম আবু হানীফার জাদোয়ালঃ

হযরত সায়্যিদুনা মিস'আর বিন কিদাম رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেনঃ আমি ইমামে আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ (মৃত্যুঃ ২রা শাবানুল মুআযযম ১৫০ হিঃ) এর মসজিদে উপস্থিত হলাম, দেখলাম ফজরের নামায আদায় করার পর তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ লোকদের সারাদিন দ্বীনি জ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন, এই সময়ে শুধু নামাযের বিরতি নিলেন। এশার নামাযের পর তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

নিজের সুরম্য বাসভবনে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরই সাদা পোশাকে সুগন্ধি মেখে, নিজের নূরানী চেহারা উজ্জ্বল করে আবার এসে মসজিদের কোণে নফল নামাযে মশগুল হয়ে গেলেন, এমনকি ফজর হয়ে গেল। এখন সুরম্য বাসভবনে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং পোশাক পরিবর্তন করে ফিরে এসে ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করার পর গতকালের মতোই এশা পর্যন্ত শিক্ষা ও অধ্যাপনার ধারা জারি রাখলেন। আমি ভাবলাম তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে গেছেন, আজ রাতে নিশ্চয়ই বিশ্রাম নিবেন, কিন্তু দ্বিতীয় রাতেও একই রুটিন রইল। তারপর তৃতীয় দিন ও রাতেও একইভাবে কাটল। আমি অত্যন্ত প্রভাবিত হলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম যে সারা জীবন তাঁর খিদমতে থাকব। সুতরাং আমি তাঁর মসজিদেই স্থায়ীভাবে থাকা শুরু করলাম এবং এই সময়কালে ইমামে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ -কে দিনে কখনো রোযা ছাড়া এবং রাতে কখনো ইবাদত ও নফল থেকে গাফেল দেখিনি। তবে! যোহরের আগে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কিছুক্ষণ আরাম করে নিতেন। আল্লাহ পাকের তাঁর উপর রহমত হোক এবং তাঁর ওসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে মাগফিরাত হোক।

জো বে-মিসাল আপ কা হ্যায় তাকওয়া, তো বে-মিসাল আপ কা হ্যায় ফতওয়া,
হ্যায় ইলম ও তাকওয়া কে আপ সঙ্গম, ইমামে আ'যম আবু হানীফা।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত রাবেয়া বসরীর জাদোয়ালঃ

হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া বসরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا (মৃত্যু: ১৮৫ হিঃ মোতাবেক ৮০১ খ্রিঃ)-এর রুটিন ছিল যে, যখন রাত হতো এবং সকলে

www.dawateislami.net

ঘুমিয়ে পড়ত, তখন তিনি নিজেকে বলতেন: হে রাবেয়া! (হতে পারে) এটা তোমার জীবনের শেষ রাত, হতে পারে কালকের সূর্য তোমার দেখা নসীব হবে না। সুতরাং ওঠো এবং নিজের রবের ইবাদত করো, যাতে কাল কিয়ামতে তোমাকে অনুতপ্ত হতে না হয়। সাহস করো, ঘুমিও না, জেগে নিজের রবের ইবাদত করো। এই কথা বলার পর তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং ফজর পর্যন্ত নফল আদায় করতে থাকতেন। যখন ফজরের নামায আদায় করে নিতেন, তখন নিজেকে আবার সম্বোধন করে বলতেন: হে আমার নফস! তোমাকে মুবারকবাদ যে গত রাতে তুমি অনেক কষ্ট সহ্য করেছো, কিন্তু মনে রেখো, এই দিনটি তোমার জীবনের শেষ দিন হতে পারে। এই কথা বলে আবার ইবাদতে মশগুল হয়ে যেতেন এবং যখন ঘুমের আধিক্য হতো, তখন উঠে ঘরে পায়চারি করা শুরু করতেন এবং সাথে সাথে নিজেকে বলতে থাকতেন: রাবেয়া! এটাও কি কোনো ঘুম হলো, এর কী আনন্দ? একে ছেড়ে দাও এবং কবরে আরামে দীর্ঘ সময় ধরে ঘুমিও, আজ তো তোমার বেশি ঘুম আসেনি কিন্তু আগামী রাতে প্রচন্ড ঘুম আসবে, সাহস করো এবং নিজের রবকে সন্তুষ্ট করো। এভাবে করতে করতে তিনি ৫০ বছর কাটিয়ে দিলেন যে, তিনি কখনো বিছানায় শোননি, না কখনো বালিশে মাথা রেখেছেন, এমনকি তিনি ইন্তেকাল করেন।

আল্লাহ পাকের তাঁর উপর রহমত হোক এবং তাঁর ওসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে মাগফিরাত হোক।

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب　　صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হুজুর গাউসুল আযমের জাদোয়াল:

শায়খ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবুল ফাতহ হারাবী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন যে, আমি হযরত শায়খ মুহিউদ্দীন সায়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী, কুতুবে রব্বানী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ (মৃত্যু: রবিউস সানী ৫৬১ হিঃ) এর ৪০ বছর খিদমত করেছি। এই সময়ে তিনি এশার অযু দ্বারা ফজরের নামায পড়তেন এবং তাঁর অভ্যাস ছিল যে, যখন বে-অযু হতেন, তখনই অযু করে দুই রাকাত নফল নামায পড়ে নিতেন। (বাহজাতুল আসরার, যিকরু তরীকাহু, পৃ. ১৬৪) তিনি ১৫ رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বছর পর্যন্ত প্রতি রাতে একটি কুরআন শরীফ খতম করতেন এবং প্রতিদিন এক হাজার রাকাত নফল আদায় করতেন।

হযরত বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানীর জাদোয়াল:

হযরত সায়্যিদুনা বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ (মৃত্যু: ৭ই সফরুল মুজাফফর ৬৬১ হিঃ মোতাবেক ২১শে ডিসেম্বর ১২৬২ খ্রিঃ) আসরের আযান শুনেই মসজিদে তাশরীফ নিয়ে আসতেন এবং আসরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করতেন। এরপর মিম্বরে উপবিষ্ট হতেন। কুরআন ও হাদীসের ওয়ায করতেন। এই সময়ে দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা কাজ ছেড়ে দলে দলে আসত এবং বয়ান শুনত। তাঁর رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ ভাষায় এমন প্রভাব ছিল যে, যে মুসলমান শুনত অবশ্যই প্রভাবিত হতো এবং মন্দ কাজ ছেড়ে যুহদ ও তাকওয়া এবং নেক আমল অবলম্বন করত। তাঁর رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ প্রচেষ্টায় অন্যান্য ধর্মের হাজার হাজার লোক দ্বীন ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল। (ফয়জানে বাহাউদ্দীন যাকারিয়া, পৃ. ২২, বাহাওয়ালায়ে আহওয়াল ও আসার হযরত বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী, পৃ. ৮৯) শাওয়াহিদুন্ নবুওয়াহর প্রণেতা হযরত আল্লামা

www.dawateislami.net

আব্দুর রহমান জামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কাছ থেকে প্রতিদিন ৭০ জন আলেম ও ফাজেল উপকৃত হতেন। (নাফাহাতুল উন্স (অনূদিত), পৃ. ৫২৮)

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রতি রাতে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফের তিলাওয়াত করতেন, আজীবন নামাযের জামাআত সহকারে নামাযকে অপরিহার্যভাবে পালন করতেন, প্রতিদিন ফজর, ইশরাক ও চাশতের নামাযের পর বৈঠকখানা, ড্রয়িংরুমে উপদেশের আসনে উপবিষ্ট হতেন, সেই সময় সকল আলেম ও মাশায়েখ অবশ্যই উপস্থিত হতেন এবং সূক্ষ্ম বিষয় সমাধান করাতেন, খাদেমগণ ব্যবসা, কৃষি ও লঙ্গরখানার হিসাব পেশ করতেন এবং ভবিষ্যতের নির্দেশনা পেতেন। এই সময়ে শহর ও আশপাশের (কাছাকাছি গ্রাম ও শহরতলী) গরীব ও মিসকীনরা উপস্থিত হতো এবং ওলীর দরবার থেকে দিরহাম ও দীনার, শস্য ও মূল্যবান পোশাক দ্বারা নিজেদের আঁচল ভরে নিত। দুপুরে পবিত্র গৃহে তাশরীফ নিয়ে গিয়ে খাবার খেতেন এবং যখন রোজা রাখতেন তখন একটানা রাখতেন। পারিবারিক বিষয়গুলোও দুপুরের সময় পেশ করা হতো। এরপর কিছুক্ষণ কাইলুলার সুন্নত (দুপুরের ঘুম) আদায় করতেন, যোহরের নামায মসজিদে জামাআতের সাথে আদায় করতেন, এরপর হুজরায় চলে যেতেন এবং অনেকক্ষণ ওজিফা ও যিকিরে মশগুল থাকতেন। তারপর বৈঠক শুরু হতো এবং তাতে মাদানী কাফেলার দায়িত্বশীলদের সাথে সাক্ষাৎ হতো এবং তাদের কাজকর্ম পেশ করা হতো, এছাড়াও তাবলীগের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা সমাধান করা হতো। ছাত্ররাও নিজেদের প্রশ্ন পেশ করত এবং বাণীর ভান্ডার সংগ্রহ করত। আসরের আযান হলে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মসজিদে তশরীফ নিয়ে যেতেন এবং জামাআতের সাথে নামায আদায় করতেন। নামাযের পর মসজিদেই মিম্বরে উপস্থিত হতেন, দরসে কুরআন ও দরসে হাদীস দিতেন। শ্রোতাদের

www.dawateislami.net

সংখ্যা কখনো কখনো ৪০ হাজার পর্যন্ত পৌঁছে যেত। সূর্যাস্তের আগে আশপাশের এলাকায় পদচারণার জন্য তশরীফ নিয়ে যেতেন। মাগরিবের নামায জামাআতের সাথে আদায় করার পর নির্জনে ওজিফা ও যিকিরে মশগুল হয়ে যেতেন। এশার নামায জামাআতের সাথে আদায় করার পর রাত দেড় প্রহর পর্যন্ত ইবাদতে মশগুল থাকতেন। এরপর পবিত্র গৃহে তশরীফ আনতেন এবং খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন, জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদের সৌভাগ্য লাভ করতেন, ফজরের নামায পর্যন্ত কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত দ্বারা স্বাদ উপভোগ করতেন। (ফয়জানে বাহাউদ্দীন যাকারিয়া, পৃ. ৩১, ৩২। বাহাওয়ালায়ে তাযকিরায়ে হযরত বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী, পৃ. ৭৬ (সংক্ষেপিত))

বাবা ফরীদ গাঞ্জে শকরের জাদোয়ালঃ

হযরত সায়্যিদুনা বাবা ফরীদ গাঞ্জে শকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃত্যু: ৫ই মুহাররম ৬৬৪ হিঃ মোতাবেক ১৭ই অক্টোবর ১২৬৫ খ্রিঃ) এশার নামায পড়ে সারা রাত ইবাদত ও ধ্যানমগ্নতায় মশগুল থাকতেন, রমযানুল মোবারকে প্রতিদিন রাতে দুটি কুরআন মজীদ খতম করতেন। (হাশত বেহেশত (অনূদিত), আফযালুল ফাওয়ায়েদ, পৃ. ১৫৩ (পরিবর্তনসহ)) এই প্রসঙ্গে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজেই ইরশাদ করেন যে, আমি ৩০ বছর পর্যন্ত এত বেশি সাধনায় মশগুল ছিলাম যে, দিনকে দিন বুঝিনি, রাতকে রাত বুঝিনি, সারাদিন কুরআন তিলাওয়াত দ্বারা নিজের জিহ্বাকে সতেজ রাখতাম এবং রাতভর আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করতাম এবং নফল ও ইবাদতে মশগুল থাকতাম। (ফয়জানে বাবা ফরীদ গাঞ্জে শকর, পৃ. ৮৪, বাহাওয়ালায়ে সাওয়ানেহে বাবা ফরীদ গাঞ্জে শকর, পৃ. ৩৮ (সংক্ষেপিত)) প্রথমে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সওমে দাউদী (অর্থাৎ একদিন পর পর রোযা) রাখতেন। একদিন হযরত শায়খ আলী মীর বাবা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তশরীফ আনলেন, খাবার খাওয়ার সময় মনে খেয়াল এলো যদি হযরত বাবা ফরীদ

www.dawateislami.net

গাঞ্জে শকর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ প্রতিদিন রোযা রাখতেন তবে কতই না ভালো হতো! তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নূরে বাতিনী (অন্তর্দৃষ্টি) দ্বারা এই কথা জেনে নিলেন এবং বললেন: আজ থেকে অঙ্গীকার করছি যে, সর্বদা রোযা রাখব। তারপর নিজের এই অঙ্গীকারের উপর শেষ বয়স পর্যন্ত অবিচলও ছিলেন। (ফয়জানে বাবা ফরীদ গাঞ্জে শকর, পৃ. ৮৪, বাহাওয়ালায়ে সাওয়ানেহে বাবা ফরীদ গাঞ্জে শকর, পৃ. ৩৯ (সংক্ষেপিত)) তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ফজর ও মাগরিবের পর বিশেষ ওজিফা পড়তেন, আর আসরের নামাযের পর পর্যটক ও মুসাফিরদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। কোনো জায়গায় তশরীফ নিয়ে গেলে মুরীদ বা ভক্তের ঘরে থাকার পরিবর্তে মসজিদে অবস্থান করতেন। নিজেও অত্যন্ত কঠোরভাবে জামাআতে নামায আদায় করতেন এবং নিজের মুরীদদেরও জামাআতের সাথে নামায আদায় করার শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন।

আলা হযরতের জাদোয়াল:

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ (মৃত্যু: ২৫শে সফরুল মুজাফফর ১৩৪০ হিঃ মোতাবেক ১৯২১ খ্রিঃ)-এর আজীবনের অভ্যাস ছিল যে, পুরো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র দুই ঘণ্টা বিশ্রাম নিতেন। গ্রন্থ রচনা ও সংকলন, কিতাব অধ্যয়ন এবং ওজিফা ও আমলের প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্জনে (ঘরে) তশরীফ রাখতেন, শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় মসজিদে তশরীফ আনতেন এবং সর্বদা জামাআতের সাথে নামায আদায় করতেন। প্রায়শই ঘর থেকে অযু করে তশরীফ আনতেন, কখনো এমনও হতো যে মসজিদে এসে অযু করতেন। আসরের নামায পড়ে ঘরের ফটকে চৌকির উপর তশরীফ রাখতেন এবং চারদিকে চেয়ার রাখা হতো, দর্শনার্থীরা

www.dawateislami.net

তশরীফ আনতেন এবং চেয়ারে বসতেন। যখন সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে চেয়ার অপ্রতুল হতো, তখন কয়েকটি বেঞ্চ ও তক্তাও সেখানে রাখা হতো, বাকি লোকেরা সেগুলোর উপর বসত। দর্শনার্থীরা প্রয়োজন পেশ করত, তাদের প্রয়োজন পূরণ করা হতো এবং প্রত্যেকের সাথে বিনয় প্রদর্শন করা হতো। ইলম ও ফয়েজ এবং বরকতের ধারা প্রবাহিত হতো এবং আহলে সুন্নাতের জনসাধারণ ও আলেমগণ উপকৃত হতেন। শীতকালে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত মসজিদেই থাকতেন, সকল উপস্থিত ব্যক্তিরাও ইতেকাফের নিয়তে মসজিদ শরীফেই উপস্থিত থাকতেন এবং সেখানেই শিক্ষা ও উপদেশের ধারা জারি থাকত। মাগরিবের নামায পড়ে অন্দরমহলে তশরীফ নিয়ে যেতেন, এটা তাঁর প্রতিদিনের রুটিন ছিল।

পীর মেহের আলী শাহের জাদোয়াল:

হযরত সায়্যিদুনা পীর সায়্যিদ মেহের আলী শাহ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ (মৃত্যু: ২৯শে সফরুল মুজাফফর ১৩৫৬ হিঃ মোতাবেক ১১ই মে ১৯৩৭ খ্রিঃ) সর্বদা যিকির ও আমলে এবং মানুষকে নেকীর দাওয়াত দেওয়ায় সময় ব্যয় করতেন। ফজরের নামাযের সুন্নত পড়ে হুজরা শরীফ থেকে মসজিদে তশরীফ আনতেন, ইমামের জন্য অপেক্ষা করতেন। কখনো ইমাম সাহেব বৃষ্টি বা অসুস্থতার কারণে আসতে না পারলে অন্য কোনো যোগ্য ইমামতির উপযুক্ত মুখলিস ব্যক্তিকে ইমাম বানাতেন। ফরজ নামায আদায়ের পর আয়াতুল কুরসী, سُبۡحَانَ اللہ, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ এবং اَللّٰہُ اَکۡبَر পড়ে দোয়া করতেন, তারপর উচ্চস্বরে যিকির করতেন এবং তিন-চারবার কালিমা শরীফ পড়ে আবার দোয়া করতেন। তারপর পুনরায় উচ্চস্বরে যিকির করে কালিমা শরীফ উচ্চস্বরে পাঠ করে তৃতীয়বার দোয়া করতেন। এরপর অভ্যাস মুবারক ছিল

www.dawateislami.net

যে, দশটা পর্যন্ত ওজিফা ও আমলে মশগুল থাকতেন। কখনো এই আমল মসজিদেই আদায় করতেন এবং কখনো হুজরা শরীফে। এই আমলের সময় কারো সাথে কথা বলতেন না। এমনিতেও তাঁর স্বাভাবিক প্রভাব এমন ছিল যে, কারো অসংকোচে কথা বলার সাহস হতো না। প্রায় দিন এগারোটার সময় হুজরা থেকে বাইরে বৈঠকখানায় তশরীফ আনতেন। সেই সময় প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের আরজ পেশ করার অনুমতি থাকত। এই সময়ে নেকীর দাওয়াতের ধারাও অব্যাহত থাকত এবং মুখলিস ব্যক্তিদের সাথে আলাপ-আলোচনার ধারাও জারি থাকত, তাবিজ ও দমও জারি থাকত। কখনো কখনো সবক (পাঠ)-এর আমলও শুরু হয়ে যেত। মসনবী শরীফ মাওলানা রূম, ফুতুহাতে মক্কীয়া, ফুসুলুল হিকাম, বুখারী শরীফ, শরহে চাগমিনী ইত্যাদি বিভিন্ন কিতাব তাকে এই মজলিসে পড়াতে দেখা গেছে। প্রায় সাড়ে বারোটার সময় হুজরায় তশরীফ নিয়ে যেতেন, খাবার খেয়ে কাইলুলা (দুপুরের ঘুম) করতেন। প্রায় এক ঘণ্টা পর উঠে অযু করতেন এবং প্রথম ওয়াক্তে যোহরের নামায পড়ার জন্য মসজিদে তশরীফ নিয়ে যেতেন। যোহরের পর হুজরা শরীফে গিয়ে যিকরে ইলাহীতে মশগুল থাকতেন, তবে সেই সময় যদি কোনো ব্যক্তি কিছু আরজ করতে চাইত, তবে তার অনুমতি থাকত। বরং কখনো কখনো বিশেষ লোকদের সংক্ষিপ্ত একটি বিশেষ মজলিসও অনুষ্ঠিত হতো। তারপর সেই অযুতেই আসরের নামায আদায় করতেন। আসরের পর নিজের সামনে খতমে শরীফ খাজেগান চিশতিয়া ও কাদেরিয়া পড়াতেন এবং সাওয়াব ঈসাল করার পর মসজিদ থেকে বেরিয়ে কখনো হুজরায় চলে যেতেন এবং কখনো ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তিন-চার মাইল দূরে বস্তি মীর আবাদিয়া তশরীফ নিয়ে যেতেন, কখনো তার থেকেও দূরে। মাগরিব ও এশার নামায বাইরেই

www.dawateislami.net

আদায় করতেন এবং সেখানেই যিকির ও আমলে মশগুল থাকতেন। গভীর রাতে ফিরে এসে খাবার খেতেন এবং ঘুমিয়ে যেতেন। রাতের এক-তৃতীয়াংশ বাকি থাকাবস্থায় আবার জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদের প্রস্তুতি নিতেন এবং অজুর পর সবুজ চা পান করতেন।

(ফয়জানে পীর মেহের আলী শাহ, পৃ. ১৬, বাহাওয়ালায়ে মেহরে মুনীর, পৃ. ৩১১ (সংক্ষেপিত))

সদরুশ শরীআর জাদোয়াল:

সদরুশ শরীআ, বদরুত তরীকাহ, মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃত্যু: ২রা যুলকা'দাহ ১৩৬৭ হিঃ)-এর প্রতিদিনের জাদোয়াল কিছুটা এরূপ ছিল যে, ফজরের নামাযের পর জরুরি ওজিফা ও কুরআন তিলাওয়াতের পর ঘণ্টা-দেড় ঘণ্টা প্রেসের কাজ করতেন। তারপর সাথে সাথেই মাদ্রাসায় গিয়ে অধ্যাপনা করতেন। দুপুরের খাবারের পর নিয়মিত কিছুক্ষণ আবার প্রেসের কাজ করতেন। যোহরের নামাযের পর আসর পর্যন্ত আবার মাদ্রাসায় শিক্ষা দিতেন। আসরের নামাযের পর মাগরিব পর্যন্ত আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খিদমতে বসতেন। মাগরিবের পর এশা পর্যন্ত এবং এশার পর থেকে বারোটা পর্যন্ত আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খিদমতে ফতোয়া লেখার কাজ করতেন। এরপর ঘরে ফেরা হতো এবং কিছু লেখার কাজ করার পর প্রায় রাত দুইটার সময় আরাম করতেন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত অর্থাৎ কমবেশি ১০ বছর যাবত প্রতিদিনের এই রুটিনই ছিল। তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই কঠোর পরিশ্রম ও দৃঢ় সংকল্পে সেই যুগের বড় বড় আলেমগণ অবাক হতেন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ভাই হযরত নানহে মিয়া মাওলানা মুহাম্মদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন যে, মাওলানা আমজাদ আলী কাজের মেশিন এবং তাও এমন মেশিন যা কখনো ফেল করে না।

www.dawateislami.net

মুসান্নিফ ভী, মুকাররীর ভী, ফকীহে আসরে হাযির ভী
ওহ আপনে আপ মেঁ থা এক ইদারা ইলম ও হিকমত কা

(তাযকিরায়ে সদরুশ শরীআ, পৃ. ১৬ (কিছুটা পরিবর্তনসহ))

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সদরুল আফাযিলের জাদোয়াল:

হযরত মাওলানা মনজুর আহমদ সাহেব গোসুভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর পর্যবেক্ষণ বর্ণনা করেন যে, খাযাইনুল ইরফানের প্রণেতা, সদরুল আফাযিল, আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃত্যু: ১৯শে যুলহাজ্জাহ ১৩৬৭ হিঃ) এর প্রতিদিনের রুটিন ছিল যে, ফজরের নামায মহল্লার মসজিদে জামাআতের সাথে আদায় করতেন। তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মসজিদে যাওয়ার আগেই একটি চার ফুটের সামোভার (সামোভার হলো তামা বা পিতলের একটি দ্বি-স্তরবিশিষ্ট পাত্র যার ভেতরে আগুন জ্বলে এবং বাইরে পানি গরম হয় বা চা তৈরি হয়) এ চায়ের সরঞ্জাম ঢেলে দেওয়া হতো এবং আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হতো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন নামায পড়ে ফিরে আসতেন, চা তৈরি হয়ে যেত। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বঠকখানায় তশরীফ রাখতেন এবং দেখতে দেখতে ভক্তদের একটি ভালো সমাগম হয়ে যেত। সাধারণত ৫০ থেকে ২০০ জন লোকের সমাগম হতো এবং কখনো কখনো আগতদের এত ভিড় হতো যে বৈঠকখানা ও বাইরের দালান দুটোতেই একদম জায়গা থাকত না। তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তশরীফ রাখার সাথে সাথেই খাদেমগণ চা-ভর্তি একটি কাপ, পিরিচে (অর্থাৎ ছোট থালা, প্লেট) রেখে চায়ের পেয়ালার উপর একটি পাও (অর্থাৎ বিস্কুট) রেখে তাঁর খিদমতে পেশ করতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই পেয়ালা নিজের পবিত্র হাতে

www.dawateislami.net

উঠিয়ে নিজের ডানদিকে বসা ব্যক্তিকে দিয়ে দিতেন, এভাবেই চার-পাঁচটি পেয়ালা নিজে বণ্টন করতেন, বাকি পুরো জমায়েতকে খাদেমগণ সেভাবেই একটি করে পাও (অর্থাৎ বিস্কুট) এবং একটি করে পেয়ালা চা বণ্টন করতেন, একটি পেয়ালা চা এবং একটি পাও (অর্থাৎ বিস্কুট)-এর সাথে তিনিও খেতেন। অর্থাৎ এটা সকালের নাস্তা হতো।

হযরত মাওলানা সায়্যিদ মনজুর আহমদ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, উপস্থিত লোক কম হোক বা বেশি, আমি এই বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি, সেই একই সামোভারের চা প্রতিদিন আগত সকল লোকের জন্য যথেষ্ট হতো, কখনো এমন হয়নি যে উপস্থিত লোকের সংখ্যা বেশি হওয়ায় আরও আয়োজন করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে।

হযরত মাওলানা সায়্যিদ মনজুর আহমদ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উক্ত বর্ণনা এই কথার দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এটি হযরত সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দৈনন্দিন রুটিনের কারামতগুলোর মধ্যে একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ কারামত ছিল। **(ফয়জানে সুন্নত, আদাবে তাআম, পৃ. ৩৯৭, বাহাওয়ালায়ে তারিখে ইসলাম কী আযীম শখসিয়্যাত সদরুল আফাযিল, পৃ. ৩৩৩ থেকে ৩৩৪)**

হুজুর মুহাদ্দিসে আযমের জাদোয়ালঃ

হুজুর মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃত্যুঃ শাবানুল মুআযযম ১৩৮২ হিঃ মোতাবেক ১৯৬২ খ্রিঃ) ফজরের সময় শুরু হওয়ার আগেই জাগ্রত হতেন এবং জরুরি প্রয়োজন সেরে যিকির ও মুনাজাতে মশগুল হয়ে যেতেন। শাহী মসজিদে তাকবীরে উলার সাথে জামাআতে নামায আদায় করতেন এবং সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত, তারপর যোহর থেকে আসর পর্যন্ত পড়াতেন। আসর ও মাগরিবের মধ্যে ইস্তিফতা

www.dawateislami.net

(ফতোয়ার প্রশ্ন) ও চিঠিপত্রের উত্তর দিতেন, তারপর মেহমানদের সাথে সাক্ষাৎ, আগতদের আপ্যায়ন, এশার পর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিন্তা, খাদেমানে দ্বীন, খাদেমানে রেযাকে দ্বীনি পরামর্শ, মসজিদ ও মাদ্রাসার নির্মাণ পরিকল্পনা, এমনকি রাত হয়ে যেত, সারাদিনের ক্লান্ত-শ্রান্ত ছাত্ররা পড়াশোনা করে ঘুমিয়ে পড়ত, কিন্তু তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কাজ শেষ হওয়ার নামই নিত না, পড়াশোনা করতে বসলে গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশোনা জারি থাকত।

(ফয়জানে মুহাদ্দিসে আযম, পৃ. ২২, বাহাওয়ালায়ে হায়াতে মুহাদ্দিসে আযম, পৃ. ১৯৭ (সংক্ষেপিত ও অন্যান্য))

মুফাসসিরে শাহীর, হাকীমুল উম্মতের জাদোয়াল:

মুফাসসিরে শাহীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃত্যু: ৩রা রমযানুল মোবারক ১৩৯১ হিঃ)-এর ব্যক্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ দিক ছিল যে, তিনি সময়ের অত্যন্ত মূল্যায়ন করতেন এবং নিজের রুটিন ও কাজকর্মের ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনকভাবে সময়ের প্রতি যত্নবান ছিলেন। তিনি দিন ও রাতের সময়কে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে ভাগ করে রেখেছিলেন, তারপর যা তিনি দিন ও রাতের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন, সর্বদা সেই কাজটি সেই সময়েই করতেন যা তাঁর জীবনের রুটিনে পরিণত হয়েছিল। তিনি জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত নিজের নির্ধারিত সময়েই কাজগুলো সম্পন্ন করতেন। সাহরীর সময় তাহাজ্জুদের জন্য ফজর থেকে প্রায় দেড়-দুই ঘণ্টা আগে জাগ্রত হতেন, তাহাজ্জুদ থেকে অবসর হয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন, ফজরের সময় হলে ফজরের সুন্নত ঘরে আদায় করে নামাযের জন্য মসজিদে তশরীফ নিয়ে যেতেন। ফজরের নামায থেকে অবসর হয়ে কুরআনুল হাকীম (এবং শেষ জীবনে

www.dawateislami.net

হাদীস শরীফেরও) দরস দিতেন, দরস থেকে অবসর হয়ে ঘরে নাস্তা করতেন। নাস্তার পর সবক পড়ানোর জন্য বসে যেতেন, সবক থেকে অবসর হলে গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের কাজের একটি অংশ সম্পন্ন করতেন, দুপুরের খাবার খেয়ে কাইলুলা (দুপুরের ঘুম) করতেন এবং যোহরের নামাযের পর গ্রন্থাবলীর বাকি কাজ নিয়ে বসতেন। ফতোয়া লেখা এবং চিঠিপত্রের উত্তরও সাধারণত এই সময়েই লিখতেন। আসরের নামায পড়ে পায়ে হেঁটে ঘুরতে যেতেন, ঘুরা থেকে ফিরে এসে মসজিদে মাগরিবের নামায পড়তেন এবং তারপর ঘরে তশরীফ এনে খাবার খেতেন, এশার নামাযের পর তাড়াতাড়ি বিছানায় চলে যেতেন।

উল্লেখিত রুটিনগুলোর মধ্যে প্রতিটি রুটিনই সর্বদার রুটিন ছিল এবং সর্বদা সেই সময়েই আদায় করা হতো, যা একবার তার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। এমনকি প্রায় প্রতিটি কাজের শুরুর সময় যেমন নির্দিষ্ট ছিল, তেমনই তার শেষের সময়ও নির্দিষ্ট ছিল। এভাবে তাদের এক এক মিনিটের হিসাব এবং সঠিক অনুমান রাখতে হতো এবং এখন এই সবকিছু তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে দ্বিতীয় প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রতিদিন কুরআনুল পাকের তিলাওয়াতও করতেন এবং এমন যত্নের সাথে করতেন যেমন যত্নের সাথে ফরজ আদায় করা হয়। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে সর্বাবস্থায় দরূদ পড়তে থাকতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জাগ্রত অবস্থায় সর্বদা দরসে কুরআন বা ফিকাহ ও হাদীসের সবক পড়ানো বা কোনো গ্রন্থের বাক্যংশ লেখানো বা কোনো প্রশ্নকারীকে মাসআলা জানানো বা দরূদ শরীফ পড়ায় মশগুল থাকতেন।

(হায়াতে যিন্দেগী হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী বদায়ূনী, পৃ. ১৭৯ (সংক্ষেপিত))

www.dawateislami.net

কেয়া মযে কী যিন্দেগী হ্যায়, যিন্দেগী উশশাক কী
আঁখেঁ উন কী জুস্তুজু মেঁ, দিল মেঁ আরমানে জামাল

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হুজুর হাফেজে মিল্লাতের জাদোয়াল:

হুজুর হাফেজে মিল্লাত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه (মৃত্যু: ১লা জমাদিউল উখরা ১৩৯৬ হিঃ মোতাবেক ৩১শে মে ১৯৭৬ খ্রিঃ) সময়ের অত্যন্ত যত্নবান ও মূল্যায়নকারী ছিলেন, প্রতিটি কাজ যথাসময়ে করতেন। যেমন, মহল্লার মসজিদে সময়ের যত্নের সাথে জামাআতে নামায আদায় করতেন, অধ্যাপনার সময়ে নিজের দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করতেন, ছুটির পর আবাসস্থলে ফিরে এসে খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ কাইলুলা (অর্থাৎ দুপুরের সময় কিছুক্ষণ আরাম) অবশ্যই করতেন। কাইলুলার সময় সর্বদা একই থাকত, এক ওয়াক্তের মাদ্রাসা হোক বা দুই ওয়াক্তের, যোহরের নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই উঠে যেতেন এবং জামাআতে নামায আদায় করার পর যদি দ্বিতীয় ওয়াক্তের মাদ্রাসা থাকত তবে মাদ্রাসায় তশরীফ নিয়ে যেতেন, নতুবা কিতাব অধ্যয়ন করতেন বা কোনো কিতাব থেকে দরস দিতেন অথবা প্রয়োজনগ্রস্তদের তাবিজ দিতেন। প্রথম প্রথম আসরের নামাযের পর বেড়ানো ও বিনোদনের জন্য থেকে বাইরে তশরীফ নিয়ে যেতেন, কিন্তু সেই সময়েও ছাত্ররা তাঁর সাথে থাকত যারা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন করত এবং সন্তুষ্টিজনক উত্তর পেত। যদি কোনো রোগীর সেবার জন্য যেতে হতো তবে প্রায়শই আসরের পরই যেতেন। কবরস্থান থেকে অতিক্রম করার সময় প্রায়শই রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে কবরবাসীদের জন্য ফাতেহা এবং সওয়াব রেসানি করতেন। মাগরিবের নামাযের পর খাবার খেতেন এবং তারপর

www.dawateislami.net

নিজের আঙ্গিনায় পদচারণা করতেন। এশার নামাযের পর কিতাব অধ্যয়ন করতেন এবং সাথে সাথে অবস্থানরত ছাত্রদের দেখাশোনাও করতে থাকতেন যে, তারা পড়াশোনায় মশগুল আছে কিনা। সাধারণত এগারোটার সময় পর্যন্ত ঘুমিয়ে যেতেন এবং তাহাজ্জুদের জন্য শেষ রাতে উঠতেন, তাহাজ্জুদ পড়ার পরও কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে যেতেন, রাতে যতই দেরি করে জাগতে হোক না কেন, ফজর কখনো কাযা হতো না।

শারহে বুখারীর জাদোয়ালঃ

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী, শারহে বুখারী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ (মৃত্যুঃ ৬ই সফরুল মুজাফফর ১৪২১ হিঃ মোতাবেক ১১ই মে ২০০০ খ্রিঃ) শুরু থেকেই সময়ের অত্যন্ত মূল্যায়ন করতেন এবং তার পরিপূর্ণ তত্ত্বাবধান ও যত্নবান ছিলেন। এক মুহূর্তও বৃথা নষ্ট হতে দিতেন না। ফজরের নামাযের পর শরহে বুখারীতে মশগুল থাকতেন, আটটার সময় দারুল ইফতায় তশরীফ রাখতেন এবং দুপুর ১২টা পর্যন্ত চার ঘণ্টা একটানা ফতোয়া লেখাতেন। নায়েবদের ফতোয়া শুনতেন, সংশোধন করতেন, তাখাসসুস ফিল ফিকাহ (ফিকাহশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা)-এর ছাত্রদের ফিকহী প্রশিক্ষণ দিতেন। যোহরের নামায আদায়ের পর আবার দারুল ইফতায় তশরীফ আনতেন এবং দুই ঘণ্টা একটানা কাজ করতেন। আসরের পর সাধারণ বৈঠক হতো যেখানে জামেয়ার উস্তাদদের উপস্থিতিতে তিনি সভাপতির আসনে থাকতেন, সেই মজলিসে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতো। তারপর এশার নামাযের পর থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত শরহে বুখারীর কাজ জারি থাকত। এটা প্রতিদিনের রুটিন ছিল, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কাজের পরিমাণ আরও বেড়ে যেত। (মাকালাতে শারহে বুখারী, ১/৪৯)

www.dawateislami.net

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নতের জাদোয়ালঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা ও আমীর, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রযভী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه, যিনি **১৯৮১** সালে দাওয়াতে ইসলামীকে বাবুল মদীনা (করাচী) থেকে শুরু করে দুনিয়ার কমবেশি ২০০টি দেশে পৌঁছে দিয়েছেন, যিনি অনেক কিতাবের পাশাপাশি শত শত পুস্তিকা লিখেছেন, যিনি হাজার হাজার বয়ান ও মাদানী মুযাকারা (আলোচনা) করেছেন, যিনি লক্ষ লক্ষ ইসলামী ভাই ও বোনের জীবনে মাদানী বিপ্লব এনেছেন, আসুন! লক্ষ্য করুন যে, তাঁর দিন-রাতের জাদোয়াল কী?

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিষিদ্ধ রোযাগুলো ছাড়া সর্বদা রোযা রাখেন, অর্থাৎ তিনি প্রতিদিন রোযা রাখেন। মাগরিবের পর নফল নামাযে অথবা দেখে প্রতিদিন বিরামহীনভাবে সূরা ইয়াসীন ও সূরা মুলকের তিলাওয়াত করেন। প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেখার কাজ করেন। এত বেশি অধ্যয়ন করেন যে, এই কথা থেকে অনুমান করুন: তাঁর অডিও বয়ান ৯০০-এর বেশি, বিভিন্ন বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে, মাদানী মুযাকারা সহস্রাধিক (১০০০ এর চেয়েও বেশি) হয়ে গেছে। কুফরী কথাবার্তার নির্দেশনার উপর ভিত্তি করে রচিত মহান গ্রন্থ 'কুফরী কথাবার্তা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর', অসংখ্য সুন্নতের মহিমান্বিত সংকলন 'ফয়যানে সুন্নত', নামাযের আহকামকে সহজ ভাষায় 'নামাযের আহকাম', হজ ও উমরার বিষয়ে সাবলীল ভাষায় রফিকুল হারামাইন, উমরার বিষয়ে 'রফিকুল মু'তামিরীন, পর্দা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর এবং বিভিন্ন বিষয়ে শত শত পুস্তিকা

www.dawateislami.net

থেকে আপনি আমীরে আহলে সুন্নত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ব্যাপক অধ্যয়নের আন্দাজ করতে পারেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه তিনি একাধারে আলেমে শরীয়ত, শায়খে তরিকত এবং আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী ও আহলে সুন্নাতের আমীরও। অর্থাৎ তিনি পবিত্র শরীয়তের প্রতি যত্নবান, তরিকতের রক্ষণাবেক্ষণও করেন এবং দাওয়াতে ইসলামীর মতো সুন্নতপূর্ণ আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠনের তত্ত্বাবধানও করেন।

মসলাক কা তো ইমাম হ্যায় ইলিয়াস কাদেরী
তদবীর তেরী তাম হ্যায় ইলিয়াস কাদেরী
ফিকরে রেযা কো কর দিয়া আলম পে আশকার
ইয়ে তেরা উঁচা কাম হ্যায় ইলিয়াস কাদেরী
সুন্নত কী খুশবুওঁ সে যমানা মেহেক উঠা
ফয়যান তেরা আম হ্যায় ইলিয়াস কাদেরী
হ্যায় বদরে রেযভী ভী তেরে কিরদার কা আসীর
ইস কা তুঝে সালাম হ্যায় ইলিয়াস কাদেরী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জাদোয়ালের গুরুত্ব আমীরে আহলে সুন্নতের দৃষ্টিতেঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী অনন্য পুস্তিকা অমূল্য রত্নে বলেন: সম্ভব হলে নিজের দৈনিক সময়ের রুটিন তৈরি করে নেওয়া উচিত। প্রথমে এশার নামায পড়ে যথাসম্ভব দুই ঘণ্টার মধ্যে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যান। রাতে অহেতুক আড্ডা দেওয়া, হোটেলের জৌলুস বাড়ানো এবং বন্ধুদের

www.dawateislami.net

মজলিসে সময় নষ্ট করা (যখন কোনো দ্বীনি উদ্দেশ্য না থাকে) অনেক বড় ক্ষতি। তাফসীরে রূহুল বয়ান, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা নম্বর ৪৯৫-এ আছে: কওমে লুতের ধ্বংসলীলার মধ্যে এটাও ছিল যে তারা চৌরাস্তায় বসে মানুষের সাথে ঠাট্টা-মশকরা করত।

(রূহুল বয়ান, পারা ২০, আল-আনকাবুত, আয়াত: ২৯ এর অধীনে, ৬/৪৯৫ (সংক্ষেপিত))

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের ভয়ে কেঁপে উঠুন! বন্ধুরা বাহ্যিকভাবে যতই নেকরূপী হোক না কেন, তাদের হৃদয়বিদারক এবং আল্লাহ পাক থেকে গাফেল করে দেওয়া মজলিসগুলো থেকে তওবা করুন। রাতে দ্বীনি কাজকর্ম থেকে অবসর হয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যান, কারণ রাতের আরাম দিনের আরামের তুলনায় স্বাস্থ্যকর এবং প্রকৃতিরও এটাই দাবি। সুতরাং পারা ২০, সূরা আল-কাসাসের ৭৩ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَ مِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّیْلَ وَ النَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِیْهِ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

(পারা ২০, সূরা আল-কাসাস আয়াত ৭৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং তিনি নিজ করুণায় তোমাদের জন্য রাত ও দিন সৃষ্টি করেছেন যেন রাতে আরাম করো এবং দিনে তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করো এবং এজন্য যে, তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

আরও বলেন: সময়ের রুটিন নির্ধারণ করার সময় কাজের ধরণ ও গুণগত মান বিবেচনা করা উচিত। যেমন, যে ইসলামী ভাইয়েরা রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যায়, সকালের সময় তারা তরতাজা থাকে। তাই জ্ঞানচর্চার কাজের জন্য সকালের সময়টা খুবই উপযুক্ত।

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই দোয়া ইমাম তিরমিযী উদ্ধৃত করেছেন: হে আল্লাহ পাক! আমার উম্মতের জন্য সকালের সময়ে বরকত দান করুন। (তিরমিযী, কিতাবুল বুয়ূ', পৃ. ৩১৬, হাদীস: ১২১২) সুতরাং মুফাসসিরে শাহীর, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফের অধীনে বলেন: অর্থাৎ (হে আল্লাহ পাক!) আমার উম্মতের সকল দ্বীনি ও দুনিয়াবী কাজে বরকত দিন যা তারা সকালে করবে, যেমন সফর, ইলম অর্জন, ব্যবসা ইত্যাদি।

চেষ্টা করুন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সকল কাজের সময় নির্ধারণ করতে, যেমন এতটায় তাহাজ্জুদ, জ্ঞানচর্চার কাজ, মসজিদে তাকবীরে উলার সাথে জামাআতে ফজরের নামায (একইভাবে অন্যান্য নামাযও), ইশরাক, চাশত, নাস্তা, (জীবিকা উপার্জন), দুপুরের খাবার, পারিবারিক কাজকর্ম, সন্ধ্যার কাজ, সৎ সঙ্গ, (যদি এটা না পাওয়া যায় তবে একাকীত্ব বহুগুণে শ্রেয়), ইসলামী ভাইদের সাথে দ্বীনি প্রয়োজনে সাক্ষাৎ ইত্যাদি সময় নির্ধারণ করে নেওয়া হোক। যারা এর অভ্যস্ত নয়, তাদের জন্য হয়তো শুরুতে কিছু অসুবিধা হবে। তারপর যখন অভ্যাস হয়ে যাবে, তখন এর বরকতগুলোও নিজেই প্রকাশ পাবে। (আনমোল হীরে, পৃ. ১৯ থেকে ২২ (সংকলিত))

সাংগঠনিক জাদোয়াল তৈরির নিয়ত করে নিন:

হে আশিকানে রাসূল! হে সাহাবা ও আহলে বাইতের প্রেমিকগণ! হে আউলিয়া কেরামের প্রেমিকগণ! হে গাউস ও রেজার প্রেমিকগণ! হে আত্তারের প্রেমিকগণ! হে দাওয়াতে ইসলামীর প্রেমিকগণ! নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের প্রেরণার সাথে ভালো ভালো নিয়ত করে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য, সাওয়াব অর্জনের জন্য, ইসলামের

www.dawateislami.net

প্রচারের জন্য, উম্মতে মোস্তফাকে সুন্নতের পয়গাম দেওয়ার জন্য মন মানসিকতা তৈরি করুন এবং দৃঢ় সংকল্প করুন যে, নিজের মাসিক জাদোয়াল আগে থেকে তৈরি করে নিগরানকে জমা করাবেন, অনুমোদনের পর তার উপর আমল করবেন এবং তারপর জাদোয়ালের কার্যবিবরণীও নিজের নিগরানকে সময়মতো বিনা চাহিদায় জমা করাবেন। যেমন কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার মাদানী মাশওয়ারাগুলোতে আছে যে, আগে থেকে জাদোয়াল তৈরির বরকতগুলোর মধ্যে এটাও আছে যে, কখনো কখনো মাদানী মাশওয়ারার খবর পাওয়ার সাথে সাথেই সমস্যা সমাধান হতে শুরু করে। যখন খবর পাওয়ার সাথে সাথেই সমস্যা সমাধান হয়, তখন মাদানী মাশওয়ারা থেকে কত সাংগঠনিক ফায়দা হাসিল হবে!

তাবলীগে সুন্নাতোঁ কী করতা রহুঁ হামেশা
মরনা ভী সুন্নাতোঁ মেঁ হো সুন্নাতোঁ মেঁ জীনা

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

জাদোয়াল তৈরির ভালো ভালো নিয়তঃ

☆ ফরমানে মোস্তফা صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: نِیَّۃُ الۡمُؤۡمِنِ خَیۡرٌ مِّنۡ عَمَلِهٖ মুসলমানের নিয়ত তার আমলের চেয়ে উত্তম।

(মু'জামুল কবীর, ইয়াহইয়া বিন কায়েস আল-কিন্দি আন আবী হাযিম, ৩/৫২৫, হাদীসঃ ৫৮০৯)

☆ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সওয়াব অর্জনের জন্য জাদোয়াল তৈরি করব।

☆ মাদানী মাশওয়ারার জাদোয়াল তৈরি করে মাদানী কাজের খোঁজখবর, কার্যবিবরণীর পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যতের লক্ষ্যমাত্রা পেশ করব।

www.dawateislami.net

☆ আগাম মাসিক জাদোয়াল তৈরি করব যাতে তৎক্ষণাত মাদানী কাজের নিয়তের বরকতে প্রচুর সওয়াব অর্জন করতে পারি।

☆ সংশ্লিষ্ট যিম্মাদারকে জাদোয়ালের খবর আগে থেকে দেব যাতে মাদানী মাশওয়ারা বা মাদানী কাফেলা বা ইজতেমা ইত্যাদির পরিপূর্ণ প্রস্তুতি হতে পারে।

☆ মাদানী মাশওয়ারার কমবেশি ৩ দিন আগে নিজে সংশ্লিষ্ট যিম্মাদারকে স্মরণ করিয়ে দেব যাতে মাদানী মাশওয়ারা বা ইজতেমা ইত্যাদির পরিপূর্ণ প্রস্তুতি হতে পারে।

☆ জাদোয়াল এবং তার কার্যবিবরণী, নিজের নিগরানের চাওয়ার আগেই হোয়াটসঅ্যাপ (Whats App)/ ই-মেইল (E-mail)/ পোস্ট (Post) করব।

☆ দুর্বল এবং নতুন হালকা/ এলাকা/ ডিভিশনগুলোরও জাদোয়াল তৈরি করব। **(দুর্বল এবং নতুন এলাকা ইত্যাদির জাদোয়াল তৈরিতে নফস হয়তো এইজন্য সঙ্গ দেয় না যে, সেখানে রেসপন্স (অর্থাৎ কার্যত বা কথায় উত্তর) পাওয়া যায় না বা ততটা সহযোগিতা পাওয়া যায় না।)**

হায়! রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র ওসিলায় আমাদের ভালো ভালো নিয়তের সাথে আগাম জাদোয়াল তৈরি করা এবং তারপর তার কার্যবিবরণী নিগরানকে জমা করানোর সৌভাগ্য নসীব হোক।

اٰمِين بِجاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মুঝে তুম এসি দো হিম্মত আকা, দুঁ সব্ব কো নেকী কী দা'ওয়াত আকা,
বানা দো মুঝে কো ভী নেক খাসলাত, নবীয়ে রহমত শফীয়ে উম্মত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার মাদানী মাশওয়ারা থেকে গৃহীত জাদোয়াল সম্পর্কিত মাদানী ফুল

☆ দাওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারগণ (ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন) সাংগঠনিকভাবে এই কথার বাধ্য যে, প্রতি মাসে নিজের আগাম জাদোয়াল নিজের নিগরানকে ই-মেইল (E-mail) করবেন এবং মাস শেষ হওয়ার পর জাদোয়ালের কার্যবিবরণী প্রেরণ করবেন।

☆ জাদোয়াল উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং মাদানী কাজকে শক্তিশালী ও বিস্তৃত করার মতো হওয়া উচিত। এমন যেন না হয় যে, বৃথা চেষ্টা এবং সময়ের অপচয় হয়, যেমন বলা হয়: Look Busy Do Nothing অর্থাৎ ব্যস্ত দেখায় কিন্তু কিছুই করে না।

☆ কোনো কাজের সাফল্যের জন্য লক্ষ্যের নির্ধারণ, জাদোয়াল এবং তারপর সেই কাজের চাহিদা অনুযায়ী চেষ্টা করা জরুরি।

☆ আগাম জাদোয়াল নিজের নিগরানকে অবশ্যই পাঠান, এটা আমাদেরকে মাদানী কাজে নিয়মিত করবে।

☆ নিগরানে কাবীনা, তার কাবীনায় ১২টি মাদানী কাজের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিন, মাদানী কাজগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য জাদোয়াল তৈরি করে ডিভিশন পর্যায়ে মাদানী মাশওয়ারা করুন এবং কার্যত মাদানী কাজে অংশ নিন।

☆ মাদানী মাশওয়ারা শুরু হওয়ার যথাসম্ভব কমপক্ষে ১২ ঘণ্টা আগে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হোক যাতে খাবার ও আরাম এবং মাদানী মাশওয়ারা সম্পর্কিত কাজগুলো নিশ্চিন্তের সাথে করা যায়।

www.dawateislami.net

☆ পাকিস্তান পর্যায়ের বিভাগীয় যিম্মাদার সারা দেশের জাদোয়াল তৈরি করে নিজের বিভাগের উন্নতির জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা করুন।

☆ যে মাদানী কাজ করবে, তার কাজ নজরে আসবে।

☆ নিজের জাদোয়াল কে সুশৃঙ্খল করুন, সকল কাজ লিখে চিন্তা করুন যে, সবচেয়ে আগে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি, তারপর কোনটি? ইত্যাদি। যে মাদানী কাজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেটি সবচেয়ে আগে করুন। সপ্তাহে একদিন (সম্ভব হলে মঙ্গলবার) চিন্তা-ভাবনার জন্য এবং গত ও আগামী সপ্তাহের মাদানী কাজের পর্যালোচনা করার জন্য রাখুন।

☆ প্রতিটি কাজের জন্য একটি সময় এবং প্রতিটি সময়ের জন্য কাজ হওয়া উচিত।

হে রযা হার কাম কা এক ওয়াক্ত হে,
দিল কো ভি আরাম হো হি জায়েগা

☆ সহজ (Easy) এবং ব্যস্ত (Busy) থাকুন।

☆ সংগঠন যেভাবে ফলাফল চায় সেভাবে করে দিন, শুধু মুখে কার্যবিবরণী বর্ণনা করা যথেষ্ট নয়।

☆ সিলেবাস যতই ভালো হোক না কেন, যদি পড়ানোর লোক ভালো এবং প্রশিক্ষিত না হয়, তবে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল কীভাবে অর্জিত হবে? একইভাবে যদি জাদোয়াল শক্তিশালী না হয়, ব্যবস্থাপনা কাজে দুর্বলতা থাকে, তবে সাফল্য এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে না।

www.dawateislami.net

☆ মানুষের ব্যস্ততার প্রতি লক্ষ্য রেখে জাদোয়াল তৈরি করা হোক। প্রকৃতি (Nature)-এর বিরুদ্ধে কাজ করলে মানুষ কাছে আসার পরিবর্তে দূরে চলে যাবে।

☆ যিম্মাদারগণ নিজেদের জাদোয়াল মাদানী কাজের অবস্থা অনুযায়ী বিন্যস্ত করুন, যেখানে যে কাজে কমতি আছে, সেখানে তার প্রতি মনোযোগ দিন।

☆ সকল নিগরান ও যিম্মাদারগণ এমনভাবে জাদোয়াল বিন্যস্ত করুন যাতে একই সফরে একাধিক কাজ হয়ে যায়, বারবার নিজের শহরে ফিরে আসা এবং তারপর যাওয়া স্বাস্থ্য ও খরচের দিক থেকে অনুপযুক্ত হবে। নিজের জাদোয়াল বিন্যস্ত করার সময় নিজের নিগরানদের সাথেও পরামর্শ করে নিন অথবা জাদোয়াল সাজিয়ে পেশ করুন।

☆ কাবীনার সদস্যগণ নিজেদের জাদোয়াল নিগরানে কাবীনাকে আগাম পেশ করুন, যদি নিগরানে কাবীনা পরিবর্তন করেন তবে দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদও জানান।

☆ যদি আবশ্যকভাবে জাদোয়ালে পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয়, তবে সে বিষয়েও নিগরানে কাবীনার সাথে অবশ্যই পরামর্শ করুন।

☆ যখন এক মাসের জাদোয়াল সম্পন্ন হয়ে যায়, তখন জাদোয়ালের কার্যবিবরণী ফর্ম পূরণ করে নিগরানে কাবীনাকে ই-মেইল (Email) করুন। কোথাও সাপ্তাহিক ইজতেমায় উপস্থিতি হলে ইজতেমার জাদোয়াল, অংশগ্রহণকারী, মাদানী কাফেলা, আয়োজন ইত্যাদি কার্যবিবরণী সংক্ষেপে লিখুন। মাদানী মাশওয়ারা হলে মাদানী ফুল, অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা এবং সময় (Timing) ইত্যাদি লিখুন।

www.dawateislami.net

মোটকথা, নিজের নিগরানে কাবীনাকে সকল বিষয়ে অবহিত করতে থাকুন।

☆ আরাকীনে শূরার ও কাবীনার সদস্যগণ বিশেষ করে আলেম ও মাশায়েখের সাথে সাক্ষাৎ, মাদানী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিশেষ ব্যক্তিত্বদের সাথে তাদের দফতরে সাক্ষাৎ, জামিয়াতুল মদীনা, মাদরাসাতুল মদীনা ও মাকতাবাতুল মদীনাকে নিজেদের জাদোয়ালের অন্তর্ভুক্ত করুন। বিশেষ করে ছুটির দিন মজলিসগুলোর জন্য নির্দিষ্ট রাখুন যাতে মাদানী মাশওয়ারায় অংশগ্রহণকারীদের ছুটি নিতে না হয়।

☆ নিজের জাদোয়াল তৈরি করে অফিস যিম্মাদারের মাধ্যমে কার্যবিবরণী নেটে ইনসার্ট (Insert) করে দিন যাতে দেখা (View) সহজ হয়।

☆ বৃহস্পতিবারের জাদোয়াল শুধু সাপ্তাহিক ইজতেমার জন্যই যেন না হয়, বরং দিনের বেলায়ও সাংগঠনিক ব্যস্ততা রাখুন।

☆ নিজের ডায়েরিতে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক মাদানী কাজ আলাদা আলাদা করে লিখুন। মেইল / এসএমএস, ফোন / মাদানী মাশওয়ারা আলাদা আলাদা লিখুন। প্রথমতঃ Urgent Important, দ্বিতীয়তঃ Important, তৃতীয়তঃ Urgent।

☆ যদি কোনো মাদানী কাজ নির্ধারিত সময়ে না হতে পারে, তবে একদিন আগে আরও সময় চেয়ে নিন।

☆ সহযোগীর দায়িত্ব হলো, সে আপনার দেওয়া কাজের কার্যবিবরণী প্রতিদিন জানাবে যে, আপনি এই কাজগুলো দিয়েছেন, এগুলো হয়েছে, এগুলো হয়নি।

www.dawateislami.net

☆ জাদোয়াল তৈরি করে দেওয়া, তা বাস্তবায়ন করা এবং তার কার্যবিবরণী যথাসময়ে নিজের নিগরানকে জমা করানোর মাধ্যমে মাদানী কাজ সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ الله

☆ আমাদেরকে যে মাদানী কাজগুলো অর্পণ করা হয়, সেগুলোর উপর যথারীতি পরামর্শ হয়ে থাকে। সুতরাং নিজের নিগরানের কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা ও জাদোয়াল অনুযায়ী আমল করে সেগুলো পূরণ করার পরিপূর্ণ চেষ্টা করুন।

☆ নির্ধারিত জাদোয়ালের উপর আমল হলে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ আরও বেগবান হবে। اِنْ شَآءَ الله

☆ দাওয়াতে ইসলামীর সকল ইজতেমা, যার মধ্যে সাপ্তাহিক ইজতেমাও অন্তর্ভুক্ত, সময়মতো শুরু এবং শেষ হোক।

☆ জাদোয়াল চলাকালীন উদ্ভূত সমস্যাগুলোর উপর নিগরানের সাথে তৎক্ষণাত পরামর্শ করে সেগুলো সমাধান করুন।

☆ প্রতিটি বিভাগের যিম্মাদারকে তার বিভাগের নিগরানের সাথে সংযুক্ত থাকা উচিত, কারণ যে যতটা সংযুক্ত থাকবে, সে ততটাই শক্তিশালী হবে। اِنْ شَآءَ الله

☆ উদ্দীপনার সাথে সাথে আগ্রহও থাকা উচিত, আগ্রহের সাথে মাদানী কাজ করলে অবিচলতা পাওয়া যায়। اِنْ شَآءَ الله

☆ নিজের উপর অর্পিত মাদানী কাজগুলো করার সময় এটাও মাথায় রাখুন যে, পীর নিজের মুরীদদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকেন।

www.dawateislami.net

হালকা নিগরানের মাশওয়ারার জাদোয়াল:

দৈনন্দিন জাদোয়াল

☆ হালকা নিগরান মুশাওয়ারাত প্রতিদিন একটি যেলী হালকা (মসজিদ)-এ সাদায়ে মদীনার পর ফজরের মাদানী হালকা, মাদরাসাতুল মদীনা (প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য)-এ অংশগ্রহণ করুন এবং মাদানী কাজে ইসলামী ভাইদের সহযোগিতা করুন। এভাবে প্রতি সপ্তাহে পাঁচটি যেলী হালকাতে ব্যবস্থা করুন।

☆ ফজরের সময় শনি, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ এই পাঁচ দিন নিজের পাঁচটি যেলী হালকার জন্য নির্দিষ্ট করে নিন। বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক ইজতেমাতে যেলী হালকা পরিবর্তন করে কাফেলা তৈরি করে অংশগ্রহণ করুন। শুক্রবার/ রবিবারের দিন ছুটির দিন ইতেকাফও বিভিন্ন যেলী হালকাগুলোতে পরিবর্তন করে করুন এবং সপ্তাহে সম্মিলিতভাবে অনুষ্ঠিত মাদানী মুযাকারায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করুন।

☆ প্রতিদিন চৌক দরস (বাজার, স্কুল, কলেজ ইত্যাদিতে) দিন বা অংশগ্রহণ করুন।

সাপ্তাহিক জাদোয়াল:

☆ সাপ্তাহিক মাদানী কাজগুলোতে (যেলী হালকা পরিবর্তন করে) ভিসিডি/ক্যাসেট ইজতেমা, এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত, ছুটির দিনের ইতেকাফের ব্যবস্থা করুন।

www.dawateislami.net

☆ সন্ধ্যার সময় প্রতি সপ্তাহে এমন ইসলামী ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করুন যারা আগে আসত, এখন আসে না এবং অসুস্থদের সেবা (সমবেদনা প্রকাশ, ফাতেহা খানি ইত্যাদি)-এর ব্যবস্থা তৈরি করুন এবং মাদানী ইন'আম নম্বর ৫৫-এর উপর আমল করুন।

মাসিক জাদোয়ালঃ

☆ প্রতি মাসে নির্ধারিত তারিখে মাদানী কাফেলায় সফর করুন এবং প্রতি মাদানী মাসের প্রথম সাপ্তাহিক ইজতেমায় (ফিকরে মদীনার হালকাতে) ইসলামী ভাইদের কাছ থেকে গত মাসের মাদানী ইন'আমাতের রিসালা সংগ্রহ করুন।

☆ মাসে একদিন শহর/এলাকায়ী মুশাওয়ারাত নিগরানের মাদানী মাশওয়ারায় অংশগ্রহণ করুন এবং যখন নিগরানে এলাকায়ে মুশাওয়ারাত বা নিগরানে ডিভিশন মুশাওয়ারাত তার হালকাতে আসেন, তখন সকল যেলী মুশাওয়ারাতের ইসলামী ভাই, মুবাল্লিগ, মুআল্লিমীন এবং সংযুক্ত ইসলামী ভাইদের মাদানী মাশওয়ারায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।

☆ নিগরানে এলাকা/ডিভিশন মুশাওয়ারাতের পক্ষ থেকে দেওয়া লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

☆ একইভাবে হালকা মুশাওয়ারাতের নিগরান তার হালকা মুশাওয়ারাতের সদস্যদের জাদোয়াল দিতে পারেন।

www.dawateislami.net

পরিপূর্ণ জাদোয়াল?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে সেটাই পরিপূর্ণ জাদোয়াল হবে, যেখানে পাঞ্জেগানা নামায জামাআতের সাথে মসজিদে আদায় করা হয়, যখন কোনো শরয়ী ওজর না থাকে, যেখানে ফরজ ও ওয়াজিব আদায়, ব্যক্তিগত ইবাদত, মা-বাবার সেবা, ভাই-বোনের প্রতি সহানুভূতি, সন্তান-সন্ততির মাদানী প্রশিক্ষণ, হালাল রিযিক অর্জন, সময়মতো শয়ন জাগরন, প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে ফিকরে মদীনা, প্রতিদিনের মাদানী কাজে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা, সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত এবং ইজতেমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ, শনিবার সম্মিলিতভাবে অনুষ্ঠিত মাদানী মুযাকারায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ, প্রতি মাসে তিন দিন, প্রতি ১২ মাসে একমাস একত্রে, সারা জীবনে কমপক্ষে একবার একত্রে ১২ মাস কাফেলা, সবকিছুই যেন থাকে। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى আমাদেরকে আমীরে আহলে সুন্নত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه -এর গোলামী এবং দাওয়াতে ইসলামীতে নিষ্ঠার সাথে অবিচলতা নসীব করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মাদানী কাফেলার সংক্ষিপ্ত জাদোয়াল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাদানী কাফেলার সংক্ষিপ্ত জাদোয়াল পেশ করা হচ্ছে:

নং	কাজ	ব্যাখ্যা
১	জাদোয়াল ও এলার্ন এর পুনরাবৃত্তি এবং মাশওয়ারার হালকা (৯:৩০-৯:৫৬)	এই হালকাতে ৫ মিনিট তিলাওয়াত ও না'ত এবং বাকি ২৬ মিনিটে জাদোয়াল ও এলার্ন এর পুনরাবৃত্তি এবং মাশওয়ারার হালকা লাগানো হবে। তিন দিনের মাদানী কাফেলায় জাদোয়ালের পুনরাবৃত্তি আমীরে কাফেলা নিজেই করবেন। শুরাকাদের কাছ থেকে শুধু একটি একটি কাজের ব্যাপারে মাশওয়ারা নেওয়া হবে, পরামর্শ পরামর্শের মতোই নেওয়া হবে।
২	মাদানী উদ্দেশ্যের বয়ান (৯:৫৬-১০:৩৭)	এই হালকাতে প্রথম ২৬ মিনিট আমীরে আহলে সুন্নত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه -এর রিসালা থেকে বয়ান এবং শেষ ১৫ মিনিটে যেলী হালকার মাদানী কাজগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি মাদানী কাজের উপর মন মানসিকতা তৈরি করা হবে।
৩	ব্যক্তিগত ইবাদতের হালকা (১০:৩৭-১০:৫৬)	এই হালকাতে কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর যিকির, দরূদ শরীফ, রিসালা ৪০ রূহানী চিকিৎসা থেকে ওজিফার ব্যবস্থা করা হবে, এতে অধ্যয়নও করা যেতে পারে।
৪	সংক্ষিপ্ত নেকীর দাওয়াত (১০:৫৬-১১:০৮)	এই হালকাতে সংক্ষিপ্ত নেকীর দাওয়াত মুখস্থ করানো হবে, যদি এটা কারো মুখস্থ থাকে তবে তাকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার জন্য তারগীব মুখস্থ করানো হবে।
৫	ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পদ্ধতি (১১:০৮-১১:২০)	আমীরে কাফেলা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পদ্ধতি শেখাবেন এবং কার্যত করে দেখাবেন এবং যে ইসলামী ভাইদের তারগীবসমূহ গত হালকাতে মুখস্থ হয়নি, তাদের এই হালকাতেও মুখস্থ করানো হবে।

www.dawateislami.net

৬	ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার হালকা (১১:২০-১২:০০)	এতে ইসলামী ভাইয়েরা বাইরে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা করবেন এবং ইসলামী ভাইদের হাতো হাত মসজিদে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবেন। এই সময়ে কিছু ইসলামী ভাই মসজিদে যেলী হালকার মাদানী কাজগুলোর উপর একে অপরের মন তৈরি করবেন। এই সময়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব যেমন আলেম, মাশায়েখ, চৌধুরী, সরদার ইত্যাদির সাথে সাক্ষাৎ করে দাওয়াতে ইসলামী এবং তার বিভাগগুলোর পরিচিতি করাবেন এবং মাদানী কাফেলায় সফরের দাওয়াত পেশ করবেন।
৭	সুন্নত শেখার হালকা (১২:০০-১২:৩০)	এই হালকাতে আমীরে কাফেলা অংশগ্রহণকারীদের সুন্নত শেখানোর ব্যবস্থা করবেন। ৩ দিন, ১২ দিন এবং ৩০ দিনের মাদানী কাফেলাগুলোতে সুন্নত শেখার ব্যবস্থা আলাদা আলাদা হবে।
৮	খাবার বিরতি ও চৌক দরস (১২:৩০)	খাবার খাবেন এবং যোহরের আযানের ১২ মিনিট আগে (৭ মিনিট) ফয়যানে সুন্নত থেকে চৌক দরস দিন। দরসের পর যোহরের নামাযের দাওয়াত দিয়ে শহরের লোকদের নিজের সাথে মসজিদে নিয়ে আসার চেষ্টা করুন। যে ইসলামী ভাইয়েরা কাছের মসজিদগুলোতে দরসের জন্য যাবেন, তারা চৌক দরসের পর রওনা হবেন।
৯	যোহরের পর দরস (৭ মিনিট)	ফয়যানে সুন্নত থেকে দরস দেওয়া হবে।
১০	নামাযের আহকাম (৩০ মিনিট)	এই হালকাতে ৩ দিন, ১২ দিন এবং ৩০ দিনের মাদানী কাফেলাগুলোতে শেখার ব্যবস্থা আলাদা আলাদা হবে।
১১	দরস ও বয়ান শেখার হালকা (১৯ মিনিট)	এই হালকাতে আমীরে কাফেলা শুরাকাদের মধ্যে যারা দরস দিতে পারে না, তাদের দরস এবং যারা বয়ান করতে পারে না, তাদের বয়ান করতে শেখাবেন।
১২	দোয়ার হালকা (১৯ মিনিট)	গরমকালে এই হালকা এই সময়েই এবং শীতকালে এশার পর হবে।

www.dawateislami.net

১৩	আরামের বিরতি	হালকাগুলোর পর আসর পর্যন্ত আরামের বিরতি।
১৪	আসরের পর এলার্ন ও বয়ান (১২ মিনিট)	নেকীর দাওয়াতের ফযীলতের উপর বয়ান হবে
১৫	এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত	এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত আসরের পরই করা হবে
১৬	আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত দরস	এই সময়ে ফয়যানে সুন্নত (প্রথম খণ্ড) এবং বয়ানাতে আত্তারিয়া ইত্যাদি থেকে দরস দেওয়া হবে। শেষে কয়েক মিনিট সুন্নত শেখা-শেখানোর হালকা লাগানো হবে।
১৭	মাগরিবের পর ঘোষণা ও বয়ান	মাগরিবের পর কোনো ভালো মুবাল্লিগ দ্বারা বয়ান করানো হবে, এরপর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা (১২ মিনিট) করা হবে। প্রথম দিন মাদানী কাফেলার নিয়ত এবং আল্লাহর রাস্তায় সফরের গুরুত্ব ও নিয়তের ফযীলতের উপর বয়ান হবে। দ্বিতীয় দিন নাম লেখানোর উৎসাহ দিন এবং নাম লেখা হবে এবং তৃতীয় দিন বুযুর্গানে দ্বীনের দ্বীনের জন্য কুরবানী বর্ণনা করে সফরের উৎসাহ দিন এবং হাতো হাত সফরের ব্যবস্থা করুন।
১৮	খাবার বিরতি	মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত খাবার খান
১৯	এশার পর দরস	৭ মিনিট ফয়যানে সুন্নত থেকে দরস দেওয়া হোক
২০	ক্যাসেট বয়ান	ক্যাসেট বয়ান শুরু করার আগে (৭ মিনিট) বাইরে গিয়ে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা করুন এবং তারপর ক্যাসেট বয়ানের ব্যবস্থা করুন। যদি ক্যাসেট বয়ান না পাওয়া যায় তবে ২৬ মিনিট আমীরে আহলে সুন্নত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه -এর রিসালা থেকে কোনো রিসালা শোনানো হোক।
২১	পুনরাবৃত্তির হালকা	সারা দিনে যা কিছু শেখা হয়েছে, আমীরে কাফেলা নিজেই তার পুনরাবৃত্তি করবেন এবং যদি কেউ স্বেচ্ছায় শোনাতে চায় তবে শুনুন এবং উৎসাহও দিন।

www.dawateislami.net

২২	ঘুমানোর আগে এবং ঘুম থেকে ওঠার পরের আমল	সম্মিলিত ফিকরে মদীনা করা, সালাতুত তওবা পড়া, সূরা মুলক শোনার পর আরামের বিরতি হবে এবং ফজরের (১৯ মিনিট) আগে উঠে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা হবে। যে ইসলামী ভাইয়েরা কাছের মসজিদগুলোতে দরসের জন্য যাবেন, তারা ফজরের আযানের আগে রওনা হবেন। ফজরের আযানের পর সাদায়ে মদীনা লাগানো হবে।
২৩	ফজরের পর ঘোষণা ও বয়ান	৭ মিনিট থেকে ১২ মিনিট পর্যন্ত, এই বিষয়গুলো: আল্লাহর যিকির, بِسۡمِ اللهِ, কুরআন তিলাওয়াত এবং দরূদ শরীফের ফযীলতের মধ্য থেকে কোনো একটির উপর বয়ান করা হোক।
২৪	মাদানী হালকা	আমীরে কাফেলা ফজরের বয়ানের পর শুরাকাদের হালকাতে বসিয়ে কানযুল ঈমান থেকে ৩টি আয়াত তিলাওয়াত অনুবাদ ও তাফসীরসহ এবং ফয়যানে সুন্নত থেকে চার পৃষ্ঠা শোনানোর পর শুরাকাদের সাথে মিলে শাজরাহ পড়ুন।
২৫	শেষ দশটি সূরা শেখা বা মাদরাসাতুল মদীনার হালকা	তিন দিনের মাদানী কাফেলায় অংশগ্রহণকারীদের শেষ দশটি সূরা থেকে শেখা-শেখানোর ব্যবস্থা করুন, ১২ দিন এবং ৩০ দিনের মাদানী কাফেলায় মাদরাসাতুল মদীনা (প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য)-এর ব্যবস্থা করা হোক যেখানে মাদানী কায়দা সম্পূর্ণ পড়ানো হোক।
২৬	ইশরাক ও চাশতের পর বিরতি, আরাম, নাস্তা	৯:০০ টায় নাস্তা, ৯:৩০ এ আবার মাদানী হালকা শুরু করা হোক।

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

দরূদ শরীফের ফযীলত:...১
আকা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর জাদোয়াল.. ২
পবিত্র ঘর মোবারকের জাদোয়াল:... ২
পবিত্র ঘরের বাইরের জাদোয়াল:..৪
মজলিসের অবস্থা ও জাদোয়াল: ৫
তোমার মতো কেউ হয়নি, হবেও না কখনো হে সম্রাট!.................................৭
হায়! যদি আমরাও কিছু পেতাম!.. ৮
হাদীস শরীফ থেকে গৃহীত মাদানী ফুল: ১১
জাদোয়াল কী?..১১
জাদোয়ালের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা: ১১
জাদোয়ালের উপকারিতা:..১৪
আমাদের জাদোয়াল কেমন হওয়া উচিত? ১৬
ইবাদত ও সাধনার জাদোয়াল ১৬
ঘরের কাজকর্মের জাদোয়াল: ২০
এক ইসলামী ভাইয়ের ঘটনা: ২২
দ্বীনি জ্ঞান শেখা ও শেখানোর জাদোয়াল:.......................................২৩
খাওয়া ও ঘুমানোর জাদোয়াল:... ২৫
ঘুম কতক্ষণ এবং কখন ঘুমানো উচিত?.. ২৫
কয়েকজন বুযুর্গানে দ্বীনের পূণ্যময় জীবনের জাদোয়াল:...........................২৬
ইমামে আযম আবু হানীফার জাদোয়াল: ২৬
হযরত রাবেয়া বসরীর জাদোয়াল:..২৭
হুজুর গাউসুল আযমের জাদোয়াল:.. ২৯
হযরত বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানীর জাদোয়াল:............................ ২৯
বাবা ফরীদ গাঞ্জে শকরের জাদোয়াল:...৩১
আলা হযরতের জাদোয়াল:...৩২

www.dawateislami.net

পীর মেহের আলী শাহের জাদোয়াল: ৩৩
সদরুশ শরীআর জাদোয়াল: ৩৫
সদরুল আফাযিলের জাদোয়াল: ৩৬
হুজুর মুহাদ্দিসে আযমের জাদোয়াল: ৩৭
মুফাসসিরে শাহীর, হাকীমুল উম্মতের জাদোয়াল: ৩৮
হুজুর হাফেজে মিল্লাতের জাদোয়াল: ৪০
শারহে বুখারীর জাদোয়াল: ৪১
শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নতের জাদোয়াল: ৪২
জাদোয়ালের গুরুত্ব আমীরে আহলে সুন্নতের দৃষ্টিতে: ৪৩
সাংগঠনিক জাদোয়াল তৈরির নিয়ত করে নিন: ৪৫
জাদোয়াল তৈরির ভালো ভালো নিয়ত: ৪৬
কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার মাদানী মাশওয়ারা থেকে গৃহীত জাদোয়াল সম্পর্কিত মাদানী ফুল ৪৮
হালকা নিগরানের মাশওয়ারার জাদোয়াল: ৫৩
দৈনন্দিন জাদোয়াল ৫৩
সাপ্তাহিক জাদোয়াল: ৫৩
মাসিক জাদোয়াল: ৫৪
পরিপূর্ণ জাদোয়াল? ৫৫
মাদানী কাফেলার সংক্ষিপ্ত জাদোয়াল..৫৬

www.dawateislami.net

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❁ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর এবং ❁ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৬৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net